বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

বঙ্গরণভূমে

বঙ্গরণভূমে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন প্রকাশালয়
৩২।৫।১ বীডন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রবাসী প্রেসে, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত, রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা

সূচী

আশাউদ্বেলিতবুকে কালরাত্রে দিয়েছিনু পাড়ি,
ভীমা সরীসৃপ-নদী পদতলে গর্জ্জে অবিশ্রাম
ফেনিল আবিল ক্ষুব্ধ ; জপ করি মুখে শিবনাম।
অন্ধকার তটভূমে শবভুক্ শ্মশানবিহারী
শিবা-সারমেয় দল, পিছে ফেলে তাদের চীৎকার
ভাসিয়া চলিল তরী তটহীন বারিধিউদ্দেশে।
নিদ্রামগ্ন জনপদ স্বপ্নচ্ছায়াসম গেল ভেসে
নয়নসম্মুখ হতে ; মৌন শান্ত স্তব্ধ চারিধার।

নেহারি পূর্ব্বাশাপ্রান্তে রক্তরাগ, ঊষার আভাস,
বধির করিছে কর্ণ বারিধির উন্মত্ত কল্লোল,
মরণ অথবা মুক্তি, চিত্তে জাগে সন্দেহের দোল !
বাড়িছে স্রোতের বেগ, দীপ্ত ধীরে হয় পূর্ব্বাকাশ।

ক্ষণেক থামায়ে দাঁড়, বিস্ময়ে পিছনে চাই ফিরে,
ঊষার কনক-আলো ঝলকিছে সেই কালো নীরে।

সোনার বাঙলা

অহো   সোনার বাঙলা সোনার বাঙলা
সোনার বাঙলা আলবৎ,
যেথা   বাহির হইতে গুল্মেরা আসি
বৃদ্ধি পেতেছে শাল-বৎ—
আর   সড়ক ছাড়িয়া ধরিতেছে সবে
অলি-গলি আর আল্-পথ।

হেথা   আম্র ক্রমেই হতেছে কদলী
কচু হইতেছে রম্ভা—
হেথা   মহিষ-শৃঙ্গে বসিয়া ভৃঙ্গ
ভাবে গেল তার দম্ বা ;
আর   তিন-কোণা ক্রমে হ'য়ে যায় গোল
চ্যাপ্টা হতেছে লম্বা।

হেথা   কবে না-কি কোন্ বিজয়সিংহ
জয় ক'রে এল লঙ্কা,
মোরা   তাই নিয়ে আজো দিচ্ছি লম্ফ
পিটিয়ে উদর-ডঙ্কা,

আজো লঙ্কার ঝালে চক্ষু ভাসায়ে
দেখাই সবারে শঙ্কা।

আর কবে কেটা গিয়ে শাসন করিল
মালয়ের দ্বীপপুঞ্জ,
দেখ 'লেজারে' হিসাব টুকিতে টুকিতে
লাফায় তা নিয়ে কুঞ্জ,
কবে বাপ-পিতামহ খেয়ে গেছে ভাত
খালি পেটে স্মৃতি ভুঞ্জ।

কবে বিবেকানন্দ শিকাগোয় গেল
নিখিল-ধর্ম্ম-সঙ্ঘে,
তাঁর বক্তৃতা-চোটে 'থ' বনিয়া সবে
সেলাম করিল বঙ্গে,
এল বাঙালীর ছেলে সদর্পে ফিরে
রণজয় ক'রে রঙ্গে!

কবে পিঠ আমাদের চাপ্ড়িয়ে গেছে
দাদাভাই আর গোখ্লে,
'ওই বোম্বে মারাঠা চল্‌তেছে পথ
শুধু আমাদের নক্‌লে!'
তাই ফোঁস ক'রে ফুলে ওঠে ল্যাজখানা
অকর্ম্মা ব'লে বক্‌লে।

কবে লাটগিরি ছেড়ে দেশের জন্য
কয়েদ খাটিল বন্দ্যো,
আর পাল মহাশয় সাগর-পারেতে
দরজা করিল বন্ধ,
আর বসু ও ঘোষেতে অবাক করিল
আছে ইথে কিবা সন্দ ?

কবে বারীন গেছ্‌ল আন্দামানেতে
কানাই ফাঁসীর কাষ্ঠে,
আজো সেই ওজুহাতে চাই গুরুপদ
সমাজে এবং রাষ্ট্রে ;
দেখ অন্ধ হ'য়েও রাজ্যের ভার
নিয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রে।

আজো অলিতে গলিতে কীর্ত্তি কাদের
যথা দর্দ্দুর-ছত্র,
যত বাড়িছে কীর্ত্তি বেড়ে যায় তত
তরুণ মাসিকপত্র!
আর যে যত চ্যাঁচায় সেই তত বড়
প্রমাণ হতেছে অত্র।

যেথা সাবু খেয়ে খেয়ে নিয়ত যাহারা
চক্ষে দেখছে সর্ষে,

সেথা স্বাধীনতাকামী বীরেরা সভায়
ফিরছে অশ্রু বর্ষে'—
আর দেশের জন্য যে তুলিছে চাঁদা
টিপে দেখ, পাকা চোর সে।

মোরা ভাবি নিশিদিন মোদের অতীত
কীর্ত্তি কাড়ার জন্যে,
এই সকল দুনিয়া আছে ওঁৎ পেতে
যেন সারমেয় হন্যে,
আর এদিকে মোদের ঘর ভ'রে গেল
যত বিদেশের পণ্যে।

মোরা তুড়ি মেরে গায়ে ফুঁ দিয়া চলিব
সেটা বরাবর লক্ষ্য,
আর শাস্ত্রও না-কি লিখেছে জীবের
এক গতি শুধু মোক্ষ,
বল কি করিব পায়ে বাঁধা যে শিক্‌লি
খ'সে গেছে দুই পক্ষ।

হেথা অবাক হইবে দেখ যদি, যত
ঝুটা-মেকীদের কাণ্ড,
করে বুজ্‌রুকী আর চালাকীতে এরা
নস্যাৎ ব্রহ্মাণ্ড,

ঠিক যেমন মদ্য হেথাকার লোক
তাহারা যোগ্য ভাণ্ড।

হেথা চোরে নিয়ে গেলে কান দুটো কারো
গণকে দেখায় কুষ্ঠী,
আর স্বাধীন হ'বার প্রথম সোপান
প্রভাতে ভিক্ষামুষ্টি,
ক'ষে লাথি ও চাবুক মারে যারা, শুধু
তুলি তাহাদের গুষ্টি।

তবু দিনের আলোকে পরাধীন মোরা
স্বাধীন হই যে রাত্রে,
অহো প্রেয়সী যখন কঠিন কোমল
পরশ বুলায় গাত্রে,
আর দেবতা সাজিয়া হুঙ্কার করি
শিখাই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে।

গাই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা
জননী বাঙলা ধন্য,
করি আপিলে আপিলে অন্নভিক্ষা
দুর্ভিক্ষেরই জন্য,
আর কৃষ্ণ সাজিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে
বাজাই পাঞ্চজন্য।

যারা শামুক দেখিয়া ভয় পায়, হেথা
তারা বাজাইছে শঙ্খ,
যারা কড়া ও গণ্ডা শেখেনি তারাই
কষিছে জাতীয় অঙ্ক,
আর পদ্ম তুলেছি বলিয়া লাফায়
মুঠি ভ'রে নিয়ে পঙ্ক।

যারা নিজ পত্নীরে সযতনে তুলে
দেয় অপরের বক্ষে,
দেখ নারীর মহিমা কীর্ত্তনে তার
অশ্রু ধরে না চক্ষে,
শেষে ধর্ম্মের নামে আশ্রম এক
খোলে সে নিদেন-পক্ষে।

হেথা বিলাতী খেতাব ছেড়ে দেওয়াটাই
সব চেয়ে বীরকর্ম্ম,
এরা নারীর আঁচল আশ্রয় করি'
পালে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম।
হেথা সে-ই বড় নেতা পাৎলা যাহার
কান, আর পুরু চর্ম্ম।

হেথা যে-বা যত ভুল ইংরেজী লেখে
সে-ই তত বড় পণ্ডিত,

আর　সে তত সেয়ানা কাঁদিয়া যে করে
　　পরের যুক্তি খণ্ডিত,
হেথা　মৃত নেতাদের নামগান-গুণে
　　চট্ ক'রে হয় রণ জিৎ।

হেথা　জাতীয় সমরে যুবা-সৈনিক
　　যেন পারাবত লক্কা,
কারো　ভাঙা শির-দাঁড়া, সম্বল কারো
　　ঘুণধরা বুকে যক্ষ্মা,
যারা　বাঁচিয়া বাঁচাবে জননী-বঙ্গে
　　তাহারা লভিছে অক্কা!

অহো　সোনার বাঙলা সোনার বাঙলা
　　জয় মা হলুদ-বর্ণে,
তবে　এ যে জণ্ডিস্-হলুদ, জননী,
　　নহ হরিদ্রা স্বর্ণে,
আর　সবাই হেথায় গুরু কে-বা কার
　　মন্ত্র লইবে কর্ণে!

সোনার পাথর-বাটি

হায়রে!

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা,'—
বারি নাই একবিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া!
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি।
পৌরুষ নাহিক তবু দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয় না দুধ মরি তার চাটে,—

হায়রে!

হায়রে!

বুলির বহরে হয় খুলির বহর—
মায়ের কণ্ঠেতে শোভে বচন-লহর!
মালার ওজনে মা'র অস্তিত্ব বিকল,
বাক্য তত বাড়ে যত বাড়িছে শিকল।
ইংরেজ পঞ্জাবী উড়ে কাবুলী গুজরাটি,
কাচ্ছি মাড়োয়ারী পার্সী আগুলিছে ঘাঁটি,
খাঁটি মাটি, মূলধন হ'য়ে এল ফাঁক,
শুনিতে উত্তম লাগে মগজের জাঁক—

হায়রে!

হায়রে !
যে গুটি পাকিল আধা কাঁচিয়া তা যায়,
ধর্ম্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-ন্যাতায় !
বোমা কেঁচে হ'ল কালী-পূজার আতস,
জেলে গিয়ে বিদ্রোহীর লাগিছে ধাধস !
পূজার মণ্ডপ হ'ল গাঁজার আসর,
রাষ্ট্রে-ধর্ম্মে ক্ষেন্তি হাবি জাগিছে বাসর।
পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা,
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের ছুতা—
হায়রে !

হায়রে !
যাহারা তুলিবে মাথা—কাঁদিয়া ভাসায়,
জাগিবে যাহারা তারা কাদায় লুটায়।
যাহারা করিবে কাজ, শিবনেত্র তারা,
ফিরিছে বুকেতে ল'য়ে বিরহ-সাহারা।
মা'র নামে যে দাঁড়াবে সতেজ নির্ভীক—
কামাতুর হয়ে দেখি ফেরে দশ দিক।
যাহারা আপন পায়ে দাঁড়াবে সবলে,
তাহার মরিছে ধুঁকে কীটের কবলে—
হায়রে !

—

পাত্রাধার

ইতিহাস না-কি দিয়েছে আভাস, পঞ্চ সুব্রাহ্মণ,
পাঁচ অনুচর সঙ্গে বঙ্গে করি' শুভ-আগমন
অনাচার দূর করিল প্রচুর, তাইতে বঙ্গভূমি—
যজমানী সাথে দিল ব্রাহ্মণী পাঁচজোড়া পদ চুমি'।
সেই পাঁচজন করিল সৃজন অগণিত ব্রাহ্মণ ;
বর্ত্তমানের ইঁহারা শুনেছি তাঁহাদেরই নন্দন।
এঁদের পূর্ব্বে আছিল যাহারা ব্রাহ্মণ-নামধেয়,
গিরি-অরণ্যে হ'ল কি উধাও হইয়া অপাংক্তেয় !
মাথা পাতি যারা বরণ করিল পবিত্র পাঁচজনে,
বাধে কি তাদের শির দিতে পাতি নবাগত শ্রীচরণে !

প্রবাদ যেথায় আজিও চলিত, তুর্কী সপ্তদশ—
লক্ষ্মণ সেনে দূর করি দিয়া এ দেশ করিল বশ,
ঝাড়মূলসহ হিন্দুরাজ্য একদিনে পেল লোপ,
মস্‌জিদ আর ফেজ্ প্রচারিল সতেরো জনের কোপ।
ভাষা গেল, গেল আচার-শিক্ষা বদলি' পূর্ব্বাপর,
শতাব্দী-মাঝে ঘটিল যেথায় জটিল রূপান্তর,
সপ্তদশের ধর্ম্ম ধরিল শত-করা পঞ্চাশ,
এহেন সুজলা-সুফলা বঙ্গে আমরাই করি বাস।
ধন্য আমরা নূতনে বরিতে দ্বিধা নাহি করি মনে ;
এই তরলতা দুর্লভ না-কি কহে পণ্ডিতজনে।

পলাশীর মাঠে হাজারের বেশী ছিল না ক' ইংরাজ ;
দশ দিক্‌পাল তাহারাই আজি, বঙ্গ-রাজাধিরাজ।
বাণিজ্যে যেবা ন্যায্যের বেশী কাড়িল গায়ের জোরে,
অভিষেক করি বরিল তাহারে না জানি কি মোহ-ঘোরে
বসায়ে তাহারে হীরা-মণিময় স্বর্ণ-সিংহাসনে,
করজোড়ে নিজে পদতলে বসি নীরবে হুকুম শোনে।
নিল তার বেশ, নিল রুচি তার, ধরিল তাহারই বুলি,
উজাড় করিয়া পুঁজি-পাটা দেয় ভরিয়া তাহারই ঝুলি।
শতাব্দী শুধু হইয়াছে গত, ভুল হয় তবু মনে,
এত কাল হেথা কে করিল বাস, নূতন না পুরাতনে!

বণিক-তন্ত্র মন্ত্রে মিলায়, বিস্ময়ে দেখি চেয়ে,
গণতন্ত্রের পূজারীরা উঠে দিকে দিকে গান গেয়ে।
কুলী ও মজুর, বেশ্যা-ভিখারী চোর আর গাঁট-কাটা,
ইহারাই রাজা, রাস্তার মোড়ে দেখায় বুকের পাটা।
সাহিত্য এই অভিনব গণ-তন্ত্রে করিছে নতি,
দৈনিক আর সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠেই এর গতি।
নাহি জানি কবে হবে হবে এই অভিনবতার শেষ,
ফুটবল সম পায়ে পায়ে আর গড়াবে না এই দেশ ;
'A B' 'বে আলেফ' ফিরিবে না নাচি 'ক-খ-গ'র প্রাঙ্গণে,
আধ মণ তেল পুড়িবে কি ? রাধা নাচিবে বৃন্দাবনে !

নব পলিটিক্স নয়া সাহিত্য, অপরূপ জুয়াচুরী,
নূতন সূতায় নিত্য উড়ানো নয়া আমদানী ঘুড়ি!
খিচুড়ী ভাষায় খিচুড়ী ধর্ম্ম-প্রচার নূতন ঢঙে,
রঞ্জিত করি সমাজ রাষ্ট্র নূতন ধর্ম্ম-রঙে—
হোক সে রুশিয়া, হোক জার্ম্মাণী হোক সে মিশর চীন,
নূতন সুরেতে বাঁধিবে বলিয়া তৈরী রেখেছে বীণ—
নিখিল আসিয়া জুটিছে অবাধে, খিল নাই কোনোখানে,
নল্‌চে ও খোল হতেছে বদল নিত্য নূতন টানে।
আসল খুঁজিতে লাগে শুধু গোল খুঁজি তবু প্রাণপণে—
পুরাতন কবে হারায়ে গিয়েছে নব-নূতনের বনে।

হেথা অবতার কাতারে কাতারে জাগে বুদ্বুদ সম,
পূজা-প্রাঙ্গণে উঠিছে গড়িয়া পলিটিক্স অনুপম!
হাতায়ে তুদিন যেবা যাহা পারে চম্পট পরিপাটি,
এক নাহি যেতে আর আসি জোটে এমনই পুণ্যমাটি!
সংসারপথে হইবে চলিতে গুরু করিতেই হবে!
হোক্ না সে রাম, হোক সে রহিম, বরি তারে জয়রবে।
আমাদের মতে সায় দিয়া গুরু, গুরু-গিরি করে যদি,
চুরী বা চামারি যা-কিছু করুক্—অক্ষয় তার গদি!
হাতপা গুটায়ে বচনে বাক্যে যুঝি শত্রুর সনে,
বিকল শরীর—হাঁকি জয়-গুরু উচ্চ উচ্চারণে।

আজ প্যাক্ট করে মুস্‌লিম সাথে, গীর্জ্জায় যায় কাল,
হিন্দুয়ানীর ধ্বজা পরশ্ব, গোবর-শোভিত ভাল।
যখন যা রুচি, মুচি ও মেথরে অকারণে দেয় কোল,
ধর্ম্মের নামে বাণী-মন্দিরে ঘটায় গণ্ডগোল।
গরু খেয়ে ভোট কুড়াইয়া ফেরে চড়ি গোমাতার কাঁধে,
নারীমাংসের পূজারীরা দেশজননীর লাগি কাঁদে।
রাষ্ট্রমঞ্চে যারা খুঁজে ফেরে নির্জ্জলা স্বাধীনতা—
সমাজে-ধর্ম্মে 'গেল গেল' রবে তাদের কী ব্যাকুলতা!
জাল-জুয়াচুরী যার যত সাধা ভীষণ স্বরাজরণে
সে-ই তত বীর, জয়গান তার গাহে দেশবাসীজনে।

শ্মশান-শয়নে যেথা পড়ে সবে কঙ্কাল শবদেহ,
ভূত-প্রেত-আদি নাচিবে সেথায় ইথে কিবা সন্দেহ।
শিবা সারমেয় শকুনি-মন্ত্র করিল যাহারা সার—
হাতপা ছাড়িয়া পার হবে তারা দুর্গতি পারাবার!
পাঁচব্রাহ্মণ, সতেরো তুর্কী, শতাধিক ইংরাজ,
এসবের স্মৃতি চিত্তে যাদের আজিও না দেয় লাজ,
গড়াইবে তারা লাথি খেয়ে খেয়ে; পায়ে পায়ে রূপভেদ—
শাক্ত পূজারী কোথা, হেথা আজ কে করিবে নরমেধ!
বহাইবে আজি রক্তগঙ্গা মিথ্যার প্রাঙ্গণে;
ঝুটা গুরুদের গুরুগিরি দূর করিবে মৃত্যুপণে!

নিজের বলিয়া কিছু কি রবে না, খাঁটি বাঙলার ধন ?
বিশ্ব আসিয়া ছাইয়া ফেলুক বঙ্গের প্রাঙ্গণ—
তাতে ক্ষতি নাই, মূল ধরে যেন বাঙলার এই মাটি,
অমূল তরুর শোভায় শোভিত এ বঙ্গ পরিপাটি।
কাঁচপোকা যদি তেলাপোকা সবে ক'রে দেয় কাঁচপোকা,
রোধ করিতেই হবে হবে তবে বন্যার জল ঢোকা।
এর চেয়ে ভাল কূপ-মণ্ডুক গণ্ডীতে নিজ রহে।
নিজেরে জানে সে, আপনার কথা গর্ব্ব করিয়া কহে।
আমরা তরল, পাত্রে পাত্রে বদলাই ক্ষণে ক্ষণে
নিজে কিছু নই, ইহা ভাবি হই গর্ব্বিত মনে মনে।

এল জড়বাদ, এল গণবাদ, কিসের আবাদ এবে
হবে এ মাটিতে প্রতিদিন প্রাতে শিহরাই তাই ভেবে।
রুশিয়া হইতে আসিয়াছে আজ খাঁটি বলশেভী বান
বাঙলার কথা লেখে যারা তারা গায় এরই জয়গান।
প্রীতি ও ভক্তি সতীত্ব আদি পুরানো সংস্কার,
পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায় লেপে মুছে একাকার।
ভব্যতা আর শিক্ষার কথা ধনীদের একচেটে—
মোরা পথ চলি গলার বহরে শুধু পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে।
হায়রে বঙ্গ এ রঙ্গভূমে, পুরাতন দিন গণে—
কেতন উড়ায়ে আসিছে নূতন, ধ্বনি শুনি মনে মনে

———

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

আজি বঙ্গের খালে খন্দরে
বহে বিদ্রোহ-বান,
ছাপায়ে সদর সোজা অন্দরে
সে রস বহে উজান।
ঘরের লক্ষ্মী হেঁসেল ছাড়িয়া,
স্বামীর কলম লইল কাড়িয়া,
দূরদিগন্তে আঁখি প্রসারিয়া
গাহে মুক্তির গান ;—
'রব না রব না, রইব না ঘরে'—
এই তার ধুয়াখান।

বহু দিন স্বামী হয়েছে আউট্—
বাহিরে কর্ম্মভার !
কেহ-বা স্কাউট কেহ বা টাউট,
কেহ-বা আড়তদার।
কারো পেশা শুধু বক্তৃতা দেওয়া,
রসিদ কাটিয়া চাঁদা শুধু নেওয়া ;
কেহ খেতে চায় সবুরের মেওয়া,
এখন দাদন সার ;
কেহ করে পান যশ-কাল-কূট,
দীপ্ত shooting star !

ফাঁকি দিয়ে তারা এল এত দিন,
একেলা করিল লুট,
জল হাওয়া আর পানীয় রঙীন,
ভরি দুই করপুট।
আমোদে রাষ্ট্রে পৃষ্ঠভঙ্গে,
নিল না স্বামীরা রমণী সঙ্গে,
চড়ায় রঙ্গে আপন অঙ্গে
পকেট-শোভিত suit,
অবলার বেলা সাড়ী ফিন্‌ফিন্‌
একখানি তার খুঁট।

কামের সূত্র, নবেল নাটক
লেখে, পড়ে শত শত,
নিজেরা খুলিল সকল ফাটক
স্ত্রীর শুধু ধ্যান-ব্রত।
আর্ট ওজুহাতে স্রেফ জুয়াচুরী,
ভুঁড়ি ফুলাইয়া করে ভূরি ভূরি,
শূন্যে যেন সে সূতাছাড়া ঘুড়ি—
প্যাঁচ খেলে কতমত,
খলে বড়িবৎ রহিল আটক
ঘরে ঘরে নারী যত।

ফুটবল-মাঠ, চলচ্চিত্র,
থিয়েটার, ময়দান
ছিল না গম্য ; শুধু পবিত্র
যোগেতে গঙ্গাস্নান।
পর ও পুরুষ, এলে ডাক্তার,
পাইত দেখিতে শুধু নাক তার,
আঁধার শয়নে ছিল একার
ত্যজিতে বাক্য-বাণ ;
নিরন্ধ্র ঘর রাখে চরিত্র,
বাহিরে পাপের টান।

টেবিল আজিকে গেছে উলটিয়া—
শাস্ত্র মেনেছে ঘাট,
দিকে দিকে হের গিয়াছে রটিয়া,
পুরুষের ঝুটা ঠাট।
খাটো নহে তারা পুরুষের চেয়ে,
যদিচ মানুষ তাহাদের খেয়ে,
তারাও বেড়াবে নেচে কুঁদে গেয়ে
ময়দান, হাট, মাঠ,
এতকাল যারা এসেছে হটিয়া
তারা নিল রাজপাট।

বাহিরে উধাও ধায় অতএব
অন্দর-অধিবাসী,
সাড়ীর অঙ্গে চড়াইল জেব,
জুতার অঙ্গে ফাঁসী।
উঠে জাম্পার সোনার বপুতে,
অবাক করিয়া শাশুড়ীর পুতে
আপনি যন্ত্র-যানখানি জুতে
বাহিরিল হাসি হাসি,
সাহেব আজিকে দীন মোসাহেব
গৃহে র'ন উপবাসী।

কালের চক্র ঘুরে গেল কবে
জানে না গণৎকার,
ওঠা-নামা দুই চলিয়াছে ভবে
এমনই চমৎকার!
কচি শিশুদের রাজ্যের কাল,
হ'য়ে যাবে স্থরু একদা সকাল,
আকাশ জুড়িয়া শিশু-করতাল
জুড়িবে ঝনৎকার,
প্রভু যারা ছিল পুনঃ তারা হবে
পাকা খিদ্‌মদ্‌গার!

যুক্তি

হাঁড়ি যদি খেয়ে যায় কুকুরে,
কোন দিন ঠিক ভরা দুকুরে,—
কুকুরকে তেড়ে গিয়ে মারিও,
ফেলো নাকো হাঁড়ি যেন পুকুরে।

আর্ট যারা করিতেছে সৃষ্টি,
বাড়াইছে 'কাল্‌চার' কৃষ্টি ;
যদি থাকে কিছু তাতে খারাপই
সেই দিকে ফিরিও না দৃষ্টি।

কেহ যদি পথ করে নোংরা,
পাশ কেটে চলে যেয়ো তোম্‌রা ;
ধাঙ্গড়ের কার্য্য কি ভাল হে ?
হয়ো শুধু রস-খেকো ভোম্‌রা।

করে যেবা মাতলামি সদরে,
ঘরে তারে বসাইয়ো কদরে ;
প্রিয় যদি কিছু থাকে কহিও,—
অপ্রিয় কখনো না বদ রে।

নোংরামি দাও যদি দেখিয়ে,
গিল্টিরে কহ যদি মেকি এ,
মজা এই, লেখা যার তুল্‌ছ,
রুচি দেখে সেই যাবে খেঁকিয়ে।

অতএব চোখ বুজে চলহ,
মিছে কেন ঝগড়া ও কলহ !
পরে যদি দোষ কিছু করেও—
তার লাগি নিজ কান মলহ।

———

Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ

শোন, ভাটপাড়া হ'তে হস্তীরা এসে
পেল না যেথায় তল,
সেথা উড়েবাজারের কুঁড়ে কোলাব্যাং
কহে, দেখি কত জল !
কহে, জল কত—বাছা, ডাঙায় বসিয়া
তুলিয়া একটি ঠ্যাং—
শুনে gang-এ ছিল যত ব্যাঙাচি ব্যাঙানী
ডাকিল গাঙোর গ্যাঙ।

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোল্‌সে, "Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

সবে কহে, প্রভু, পাপ-কলিযুগে তুমি
স্বয়ং শম্ভু শূলী,
সেটা গাঁজা ভাং খেয়ে হইত বেহুঁস
টানেনি কট্‌কী গুলি।
ভিজে বক্তৃতা তার পড়ায় নি টাক,
টাকে গজায় নি টিকি—

সে তো পাই পয়সায় রাঙতা মাখিয়ে
চালায় নি ব'লে সিকি।
যাতে রাণাডে গোখলে বুড়া দাদাভাই
ভূপেন স্থরেন নাবি,
বস্থ পেয়ে মনোত্থ লভিল অক্কা,
গান্ধী খাইছে খাবি,
আর শ্রীদেশবন্ধু চিনিয়া বন্ধু
নিল বন্ধুর মাটি,
সেই ভীষণ আহবে এল এত দিনে
নব অবতার খাঁটি।
যেথা শ্রীভি জে পাটেল গান্ধী স্বয়ং
করিছে সত্যাগ্রহ—
সেথা উড়েবাজারের কুঁড়ে বেচারাম—
আশ্বাসে, রহ রহ,—
দেখ, আমহৌসেতে না হইতে শেষ
পূজার পটকা-বাজি—
ওই টাটানগরেতে দেখাইতে ঠাট—
চলিলেন রণে সাজি;
সেথা উস্কিয়ে দিয়ে যতেক নিরীহ
কুলীদের সর্দ্দারে,
শেষে লেক রোডে এসে লোক হাসে ব'লে
ঘরে দেয় পর্দ্দারে।

তার ... পার্ষদ দেখ লোটুলাল-আদি

বিভীষণ সেনাপতি,

আর অঙ্গনা তার দেশবাসী সবে

তিনিই একেলা পতি।

হের টুপেন্সে ভুলে উপেন্-সে কুলে

কালি দিল ক'রে ছুতো,

বেঁটে মাণিক হইয়া কলমনবীশ

চাটিল খোকার জুতো।

সেই শ্রীমান খোকারে ঘিরিয়া যতেক

ডাকাতের হ'ল gang—

পাকা গুরু হ'য়ে সেথা নয়া ভগবান

বাড়াইয়া আছে ঠ্যাং।

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,

Says খোল্‌সে, "Here I am."

ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

যেথা কোম্পানী যুগ পার হ'য়ে হ'ল

শতাব্দী প্রায় গত

যেথা তবু শত-করা নব্বই আজো

কোম্পানী জয়রত।

যেথা দারোগা পুলিশে ইন্দ্র চন্দ্র

দেবতার মত মানে—

দেখ সেথা বোলশেভী দিতেছে মন্ত্র
চাষীদের কানে কানে।
যারা দাওয়ায় বসিয়া হুঙ্কার করে
দেশস্বাধীনতা মাগি',
আর প্রভাতে উঠিয়া Forward প'ড়ে
স্ত্রীরে হেঁকে কয়, "মাগী!"
যারা পথেঘাটে সদা গুঁতো খেয়ে খেয়ে
চায় ফ্যাল ফ্যাল করি—
আর সময় বুঝিয়া মরিতে যাদের
জোটে না কলসী-দড়ি।
যারা দেখাতে রঙ্গ কংগ্রেসে ব'সে
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাগে,
আর যুদ্ধের কালে রমণীরে রাখে
সর্ব্বদা পুরোভাগে;
শিরে চাঁটি মেরে যবে গুণ্ডা আসিয়া
পত্নীরে ল'য়ে যায়—
যারা হতাশ হইয়া উঠানে বসিয়া
দুটান তামাক খায়—
পরে পাটের ক্ষেতেতে পাইলে তাহারে,
ফেলে দেয় এঁটো হাঁড়ি—
ফের দিনক্ষণ দেখে গুণ্ডার লাগি'
বৌ ল'য়ে ফেরে বাড়ী।

যেথা টিকি ও পৈতে হাঁচি টিকটিকি
সমানে রয়েছে খাড়া—
আজ অলাবু বেগুন খাওয়া চলে কি-না
ভাবিয়া সকলে সারা—
যেথা নুনের হাঁড়িতে তেঁতুল রাখিলে
প্রায়শ্চিত্ত বিধি—
যেথা বুড়ো হয় লোক তবু যায় র'য়ে
মা'র আঁচলের নিধি।
যেথা ধর্ম্মের নামে জুয়াচোর যত
আশ্রম কত ফাঁদে—
আর সস্ত্রীক গুরু ভজিয়া শিষ্য
শিরে হাত দিয়ে কাঁদে—
যেথা pseudo-Science-বুক্‌নী ভুলায়
প্রবীণ অধ্যাপকে—
শেষে গুরু-সেবা লাগি পাঠায় সতীরে
জেগে ব'সে রয় রকে।
যেথা মাদুলী তাবিজ ঝাড় আর ফুঁক
অন্দর করে আলো—
রহে বাহিরে হোটেলে বোতল শুঁকিয়া
পতির স্বাস্থ্য ভালো—
যেথা দুপুরে পাথরে সিঁদুর মাখিয়ে
চলে ধর্ম্মের ফিরি,

যারা ঘেয়ো বামুনের পাদোদক খেয়ে
চড়ে স্বর্গের সিঁড়ি—
যেথা ধর্ম্মের ছলে গুরু ও বামুন
খুলেছে ডাকুর gang—
সেথা রুশিয়ার সাথে তালে তালে লোক
বাড়াইতে চাহে ঠ্যাং।

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোল্‌সে, "Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং॥

যেথা বঙ্কিম মধু শ্রীদীনবন্ধু
বঙ্গবাণীরে পূজে—
এই দশ বছরেই চিৎপাত হ'য়ে
মরেছে চক্ষু বুজে।
আর বেঁচে ম'রে আছে কবি রবীন্দ্র
নব-নূতনের ভয়ে—
সেথা বঙ্কিম মধু রবীন্দ্র কত
গজায় হাজারে শ'য়ে!
দেশী গর্কি চেস্তভ শ ও হামস্থন
ইবসেন হ্যাট্‌ম্যান—
লেখে নয়া মাসিকের পাতে পাতে দেখ—
Great Hunger, Pan.

আর ফ্রয়েড বোয়ের মেলে এক সাথে
যাদের লেখনী-গুণে,
যারা psychology ও রোমান্স-কাব্যে
দিল তূলা সম ধুনে,
যারা গজলে গজলে করিল সজল
যত তরুণীর আঁখি,
আর বাস্তব খুঁজে বস্তি-মেয়ের
হস্তে বাঁধিল রাখী—
আর পরকীয়া প্রেম খুঁজে খুঁজে যারা
পথে কড়াকিয়া ঘোষে,
পথে পতির সঙ্গে পত্নীরে হেরি—
হরষে আঙুল চোষে।
যারা প্রেম খুঁজে খুঁজে করিছে সৃষ্টি
কাব্য সৃষ্টিছাড়া,
তারা প্রাচীন কালের সকল কবির
আসনে দিয়েছে নাড়া—
তারা গণতন্ত্রের নাম নিয়ে মুখে
গণিকার মন যাচে—
দেখ ভূয়ো মেকী এই রবি-বঙ্কিম
ম্লান ইহাদের আঁচে,
আজ বিশ্বের সাথে বঙ্গ-ভারতী
সমানে ফেলিছে ঠ্যাং—

যারা মরিয়াও চাহে কায়েমী আসন,
তাহারা ডাকাত gang.

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোলসে, "Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

হেথা সাহিত্য নিয়ে কলহ-বিবাদে
কত রথী মুখ খুলে—
দেখ কত অমূল্য তথ্য-বচন—
ফোটায় লেখনী-হুলে—
দেখ রবি ও শরৎ নরেশ দ্বিজেন
শ্রীরাধাকমল আদি—
কেহ quote ক'রে গেল মেটারলিঙ্কে
কেহ বা ওমর সাদি।
কেহ নারিল কিন্তু আসল তথ্যে
করিতে পরিষ্কার—
দূরে ভাগলপুরেতে সুরেন গঙ্গো
ক'রে ওঠে হাহাকার—
আর এদিকে প্রগতি ন-গতি দেখিয়া
খ্যাঁকানি করিল সুরু
তারা পিতৃভক্তি অচলা রাখিতে
মারিল বাপের গুরু।

শেষে   আলু-বেচা কচি-কাঁচা এডিটর,
কহিল চরম কথা—
রথী   ভীষ্ম ও দ্রোণ হইতে নিপাত
আসিল শল্য যথা !
অহো,   সম্পাদকের বৈষ্ণবভাষে
খোঁড়াও লভিল ঠ্যাং—
আর   জব্দ হইল সশব্দ যত
সমালোচকের gang.

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোল্‌সে, "Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

যেথা   তানসেন সদারং অদারং
তিন দিনে গেল মরে,
আর   রবি ঠাকুরের গানের কীর্ত্তি
হরণ করিল চোরে—
সেথা   দিলীপ চলিল দিগ্‌বিজয়েতে
শিখিয়া বিলাতী ঢং,
সব   দেশী আসরেতে আহেলী বিলাতী
এমনি তাহার রং ;
আর   বিদেশী আসরে দেশী গান গেয়ে
পাইল হস্ত-তালি—

আর গজল-গজালে বিঁধিল সকলে
খুলনা হইতে বালী।
দেখ কাজী নজরুল গজলুল হ'য়ে
মাতাইল সারা দেশ—
হেথা যেথা ছিল যত সঙ্গীতজ্ঞ
মুণ্ডন করে কেশ।
দেখ সভায় সভায় গান গেয়ে ফেরে
নব বাউলের gang,
ওই হের নলিনীর বাড়ী হেঁটে হেঁটে
মজবুত হ'ল ঠ্যাং।

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোল্‌সে, Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

হেথা খড়ের গাদায় ব্যাঙের ছত্র
বটেরে ডাকিয়া কহে—
"দেখ বড় তব বাড় বাড়িয়াছে
এবে মাথা নীচু করত হে।
হেথা কর্কশ রবে কাককুল যত
কোকিলে পাড়িছে গালি—
হেথা ফুলের মালিক হইতে চাহিছে
বাগানের উড়ে মালী—

হেথা পালগোদা সেজে ব'সে আছে যত
বুজরুক জুয়াচোর,
আর এক কাণাকড়ি সম্বল, আছে
সেই খাড়াবড়ি থোড়।
হেথা মনুগোষ্ঠীরে ভ্যাংচায় মুখ
মেনি বাঁদরের gang—
আর দ্বিপদ মানুষ চার পায়ে চলে
হাত দুটো হ'ল ঠ্যাং।

(কোরাস) Goes অ্যাং, Goes ব্যাঙ,
Says খোল্‌সে, "Here I am."
ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ॥

মরীচিকা

হায়, মিছা ফুল ফুটাইতে চাহ মূলহীন ওই তরু,
সলিল বৃথাই মর খুঁজে এ যে মরীচিকাময় মরু।
কাঠের পুতুলে রত্ন-ভূষণে সাজায়ে আদর করি,
কত যুগ আর থাকিবে ভুলিয়া, কত দিবা-বিভাবরী ?
প্রাণহীন শবে আঁকড়ি ধরিয়া আর কত কাল রবে ?
শিবা-সারমেয় হের ডাকে ওই শ্মশানের উৎসবে।
অতীত কীর্তি হয়েছে বিলীন নয়ন মেলিয়া চাহ,
ভস্মে নিঃশেষ হয়েছে কখন মাধ্যন্দিন দাহ।
তিল তিল করি মৃত্যু আসিয়া সকলি করিছে গ্রাস,
কার গৌরব বহিছ, ভ্রান্ত, শোনো না অট্টহাস !
তোমার সঙ্গী কেহ নাই, তুমি একেলা পঙ্কশায়ী,
অন্ধ আঁধারে ভূত-ভীত-হেন অতীতের জয় গাহি,
আপন লজ্জা গ্লানি চাহ বুঝি মন্ত্রে করিতে দূর ?
মিছা কল্পনা রূঢ় সত্যেরে চিরদিন সুমধুর
করিতে কি পারে ? শব-কঙ্কাল গড়াগড়ি যায় ভূমে,
সুমুখে দৃষ্টি করিতেছে রোধ নিত্য চিতার ধূমে।
পরের কুৎসা গাহিতেছ বৃথা, দেখহ নয়ন মেলি',
জড়পিণ্ডের মত তোমাদের বাহিরে পায়েতে ঠেলি'

ছুটেছে সকলে, জয়-গৌরবে চালায় আপন রথ,
বৃথা হ'ল হায়, মোহন অতীত আঁধার ভবিষ্যৎ।
মহাকাল ওই রয়েছে বসিয়া তাঁর কাছে ফাঁকি নাই
পাওনা তোমার কবে হ'ল শোধ, ভারি হ'ল দেনাটাই।
যে ঢেউ মিশেছে অসীমের বুকে, লাভ কিবা তাই গুণে?
গৌরব তব বাড়িবে কি কভু যদি দুনে চৌদুনে
আপনার কথা আপনার কানে বজ্রনিনাদে কহ,
চিতার বহ্নি জ্বলে লেলিহান, শিবা ডাকে অহরহ।
আর কত কাল ভাঙাইয়া খাবে তব কাণা কড়িটিরে,
পারের কড়ি যে নাহি সাথে, হের আঁধার আসিছে ঘিরে;
দেখিবে দাঁড়ায়ে একে একে সবে খেয়াঘাটে হয় পার,
পিছনে চাহিয়া দেখ তুমি আর ক্রন্দন করো সার।

সদুপায়

চিৎ ক'রে ইট ফেলে ভিৎ যদি গাঁথ্‌বে
এত কেন মাপজোক এত কেন ভাব্‌না,
টক্‌টকে লাল সালু গজ তিন পাত্‌বে,
শাম্‌লা গাভীরে দিও বার তিন জাব্‌না।
ভাই বিয়ে না করিলে দাদা শোধ তোলে কি ?
আস্কারা পেয়ে মেয়ে মস্করা কর্‌ছে—
উস্কিয়ে যত সব ছ্যাঁড়ার দলে ছি!
সিংহবাহিনী হ'য়ে কাঁধে কাঁধে চড়্‌ছে।
ধাঙ্গড়ের নেতা হয়ে কেহ হয় ধিঙ্গি ;
প্রচারিতে গণবাদ কারো গণ-বৃত্তি,
সাড়ী শুধু দেয় ব'লে এ নহে ফিরিঙ্গী,
মুখেতে চুরুট, আর পুরুষের খিস্তি।
নোট জাল ক'রে যদি হয় পাকা হিন্দু—
মাকে ক'রে সভাপতি পায় মেয়ে-সেলামী,
গণ্ডূষে ক'রে পান মদ্যের সিন্ধু
চালায় যদি বা কেহ ধর্ম্মের নীলামী—
তরুণের ঘাড় ভেঙে ঋণ যারা শুধল—
কলেজ ভাঙিয়া দেশ-সেবী করে তৈরী—

যাদের ছোঁয়াচে কত সতী আঁখি মুদ্‌ল,
দেশ-সেবা নামে যারা জন্মিছে বৈরী—
দেখেও তাদের যদি কিছু নাই শিখ্‌লে—
কেরানী হইয়া কর লেখনীটি পিষ্ট—
দৈনিকে তুকলম নাই যদি লিখ্‌লে
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখা তোমার অদৃষ্ট।

ধর্ম্মরক্ষা

'এলবার্ট হলে' মহতী সভা,
টিকিতে বাঁধিয়া রক্ত-জবা
আসে দর্শক, আসিল শ্রোতা,
যেন বর্ষার খরস্রোতা
গঙ্গানদীর গেরুয়া বান,
টিকি খাড়া আর খাড়া যে কান।
সভা গম্‌গম্ ষ্টেজের মত,
গোটা ও অটুট চেয়ার যত,
দেয়ালে ছিল না পানের পীচ,
সমানে ভরিল উপর নীচ।
কেশবসেনের মূর্ত্তিখানা
বক্ষে সবার দেয় যে হানা;
বামেতে দত্ত অশ্বিনীর—
তাঁর দিক্‌টায় জমিল ভিড়।

'এলবার্টহলে' বিরাট সভা,
সভাপতি ভুঁড়ি ভূরিশ্রবা,
স্বরাজীবাবার পিস্‌শ্বশুর—
চড়িয়া মোটরে রামবস্থুর

নোটবই হাতে হ'ল হাজির,
শ্রাদ্ধ করিতে যত পাজির—
কলা ও কচুর জানে না গুণ,
ধর্ম্মের গালে কালিমা চুন
লেপিয়া চলেছে ফুলায়ে বুক।
মানে না শাস্ত্র ঝাড় ও ফুঁক,
খাঁটি বস্তুরে ভাবিয়া জাল
রসে ও 'রেসে'তে পাকায় তাল।
দেশের সেবায় কণ্ঠবাজি
কত প্রয়োজন জানে বাবাজি ;
দিনে দুই কেতা কচুরি খায়,
চুপ্‌সেছে ভুঁড়ি দেনার দায়।
রটে যাহা তার কিছু ত বটে—
সেয়ানে সেয়ানে শঠে ও শঠে।

খোকাভগবান আসিল নিজে—
চোখের জলেতে বেজায় ভিজে।
বুকেতে কি জানি ঘটিল দোষ,
সাক্ষী বৈদ্য কুলীন বোস।
দেবদ্বিজে অতিভক্তিমান,
সন্ধ্যা করিয়া তামাক খান।

জগন্নাথের মহিমা জানে
চুল ছিঁড়ে আসে টিকির টানে।
ম্লেচ্ছেরে কহি প্যাক্ট্-বচন,
টিকির ধর্ম্মে দেছেন মন।
বেরালভাগ্যে ছিঁড়েছে শিকা,
মানৎ করেছে পঞ্চসিকা ;
নাই ট্যাঁকে, তাই চাঁদার তরে
চ্যালারা তাঁহার ঘুরিয়া মরে।

ক'ন "পেলে দশ সেবক খাঁটি
বছরে স্বাধীন পা পা পা হাঁটি।
পাইলে শতেক মাসেক পরে—
আণ্ডা-বাচ্ছা ফিরিবে ঘরে।
পাইলে হাজার দিনেকে সাফ,"
খড়ি পেতে গুণে রেখেছে বাপ।
কেম্ব্রিজে আজ গজায় টিকি,
এল নবযুগ বৈদ্যুতিকী।
ছোটে গোঠে গোঠে খোকার বাণী—
নব-বেদ বলি তারে বাখানি।
পণ্ডিত কয় 'কল্‌কি নিজে
ধারণ করিল বি-পি-সি-সি-যে।'

বিবাহযোগ্য পান-নি ক'নে,
কেহ নাই বামে সিংহাসনে।
পদধূলি দিয়ে সে দুখ ভুলে,
নাক ডাকে শুধু চিতিয়ে শুলে।
হিন্দুয়ানীর পাণ্ডা পাঁড়—
জয়রব তাই উঠিল তাঁর।

এল বেঁটে দাড়ি নারদ ঋষি
ভূরিশ্রবার পুরুষ-পিসি।
ভাবাবেগে তাঁর খুলে কাছিয়া,
তুলে চোখছানি বেলগাছিয়া।
গ্রেহাম সাহেব লোকটি খাসা,
দ্বারভাঙ্গার নিকটে বাসা।
দেনা বাড়ে যত কচ্ছ খুলে'
সভায় সভায় কাঁদিয়া বুলে
ভুলে যায় দিতে ঘরের ভাড়া—
দিনরাত দেশ করিছে তাড়া
শুধু যে দাদার কান্না সাধা,
আঁখিজল তাঁর মানে না বাধা।
মাইকেলখানা পড়েছে বটে,
টেনিসন আছে স্মৃতির পটে।

অতি নিরমল স্বভাবখানি,
ধর্ম্মের লাগি দানা ও পানি
ত্যাগ করেছেন একেবারে,—
রাখিলে কেষ্ট আর কে মারে !
সবই আছে শুধু কাছাটি নাই—
কেহ কয় মুনি কেহ কানাই।

ঘোরবর্ষার খিঁচুড়ী ভুনি,
এল নটরাজ ভরতমুনি।
পাকা চুল, নাই গোঁফ কি দাড়ি,
তুলসীতলায় তাড়ির হাঁড়ি।
মন করেছেন বৃন্দাবন—
শিবরাত্রির সল্‌তে ধন।
ধর্ম্মের নামে ভাবিয়া খুন—
চিনির লাগিয়া কাঁদিছে নুন।

ঠাকুর পাঁচুর বাছুরে টান,
আসিলেন সেরে গঙ্গাস্নান।
গৌরীমেয়ের রাখিতে কুল
বাবাজী ভাবিয়া হ'ন আকুল।
এলেন টিকিটি সাবানে মাজি,
ধর্ম্ম তাঁহায় ডেকেছে আজি।

পাজির মহিমা পাঁজিই জানে—
চতুর্ব্বর্গ গঙ্গা-স্নানে।
বৃদ্ধ পতির মহিমা স্মরি—
কার বউ দিল গলায় দড়ি!
এখনও গণ্ডা পূরিল না—
কচি পাঁঠা আর পাকা পোনা।

আসিল শ্রীমান জয়দ্রথ,
গুহ্য তাঁহার সাধনাব্রত।
প্রতাপে তাঁহার তাপিত মহী—
বিষ-জর্জ্জর আপনি অহি।
কোন্ বিধবার অভিভাবকে
টাকা মেরে চায় প্রেমের চোখে,
জলের বাহিরে জেলের মত
জালে তুলে ফেলে কাৎলা যত।

টিকি-যজ্ঞের পুরুৎ ব্যাটা—
ভাবে বাবা কিবা বাধাল ল্যাটা!
দাম দিয়ে যত পণ্ডিতেরে
টিকি কেটে দিয়ে করিল বেঁড়ে,
টাঙায়ে রাখিল কাঁচের 'কেসে'—
জুতো মেরে গরু দানিল শেষে।

পুত্র তাঁহার টিকির মিতা—
আসিল সভায় ভাঁজিয়া গীতা।
ফাঁকি দিয়ে মেলে জমি ও বাড়ী
টিকি পূজে যদি, তাহা কি ছাড়ি?

এল রমাপতি, গোপাল কেষ্ট,
সুরপতি এল, হায় অদেষ্ট!
নন্দীর সাথে প্রমথনাথ,
ভূতনাথ এল ভূতের সাথ।
আরো কত এল ধর্ম্মধ্বজী
টিকি সিকি কারো অর্দ্ধগজী।
ফোঁটা ও তিলক উত্তরীয়,
শাক্ত কাহারো বৈষ্ণবীয়,
সকলের মুখে বিষম ভাব,
শামলা গাভীর না পেয়ে জাব।
টিকির টিকিট দেখায়ে সবে
যোগ দিল আসি মহোৎসবে।
কহে সবে কলি চারটি পোয়া,
শালগ্রামের বসা ও শোয়া,
যদিচ সমান—তবু আজিও
কবরে পচিছে শ্রী ডিরোজিও।

সকলের মুখে সমান বুলি,
পাঁচু কহে, "জয় শম্ভূশূলী"।

সভার কার্য্য হইল সুরু,
ভুরিশ্রবা কয় বাঁকায়ে ভুরু,
"আজের কার্য্য গুরু অতি যে—
খোকা ভগবান হাজির নিজে।
কচু দিল খেতে কদলী বলি—
এর চেয়ে ভাল জ্যান্তে বলি।
ধর্ম্মেরে হেন মারিল জুতো,
কচু আর কলা মিথ্যা ছুতো।
চাহি খলু এর প্রতিবিধান—
নহিলে ধর্ম্ম ভাসিয়া যান।
মোরা ধার্ম্মিক ঠেকাতে নারী—
এ যে অপমান চড়িয়া বাড়ী।
গান সুরু হোক উদ্‌বোধনী—
বক্তৃতা পরে পাপ-শোধনী।"

গাইয়ের দল উচ্চ স্বরে,
ধরে সঙ্গীত অতঃপরে।

[গান]

পিছে চল্ পিছে চল্ ভাই,
তেয়াগিয়া পিছে আগাইয়া মিছে
মরে বেঁচে কিবা ফল, ভাই!
চারিদিক হাঁচি টিক্‌টিকি ভয়—
পাঁজি না দেখিয়া চলা ভাল নয়।
না মানিয়া মঘা ঘোষদের বগা
বেঘোরে তোলে পটল, ভাই,
পিছে চল্ পিছে চল্ ভাই।

অতীতের স্মৃতি তারি স্বপ্ন নিতি
দাওয়ায় বসিয়া দেখহ,
তারি সাথে সাথে কদলীর পাতে
শত আট নাম লেখহ।
আবার চালাও জোর সতীদাহ,
গৌরীদানের মহিমাও গাহ,
লিষ্টি দেখিয়ে শ্বশুরের গৃহে
যাক্ জামাতার দল, ভাই—
পিছে চল্ পিছে চল্, ভাই।

দেখ না ক' পথে চড়ি জয়রথে
ম্লেচ্ছের দল চলেছে,

মরিলে তাহারা দেবে দেখো তাড়া
যমদূতে রসাতলে হে।
তখন তাদের কিবা দিবে কাজ
এরোপ্লেন আর মোটর জাহাজ !
পড়িয়া গর্ত্তে ভাবিবে মর্ত্ত্যে
মিছে করিলাম কল, ভাই—
পিছে চল্ পিছে চল্ ভাই !

ফোঁটা ও তিলকে শাস্ত্রশোলকে
টিকি ও পৈতে ধরিয়া—
গুরুজীর নাম মুখে অবিরাম
গাহিয়া যাইব তরিয়া !
তুড়ি দিয়ে ভাব ধরা বিচিত্র—
কেহ না আপন দারা বা মিত্র,
টিকি কর সার সকলি অসার
মায়া-প্রপঞ্চ ছল, ভাই—
পিছে চল্ পিছে চল্ ভাই।

ঈঙ্গ-নবীশ চৌধুরী শ্রীশ
গোবর খাইয়া তরিল,
'ড্যাম ড্যাম' বলে বোসেদের ন'লে
দাঁত ছিরকুটে মরিল।

শাস্ত্র-ব্যাপার গূঢ় সে অতি যে—
ভক্তি রাখিয়া চল দেব-দ্বিজে,
গেড়ে নিয়ে ভিৎ শুয়ে থাক চিৎ
ঘুম কর সম্বল, ভাই—
পিছে চল্ পিছে চল্, ভাই।

ওড়ে ঘন ঘন হস্ততালি,
পাঁচু কহে, "জয়, জয় মা কালী।"
সভাপতি কয়, "স্থির হ সবে
বক্তৃতা এবে স্থুরু যে হবে।"
উঠিল প্রথমে নারদ ঋষি—
ভূরিশ্রবার পুরুষ-পিসি।
দ্বারভাঙ্গার চাদরখানি
টানিয়া মুছিল চোখের পানি।
কহিল "ছি ছি ছি লাজেতে মরি
আজও জুটিল না গলায় দড়ি।
তোমাদের আমি চিনিহে চিনি—
ভাগ ক'রে খেয়ে দারু ও চিনি
দারচিনি ব'লে চালাতে চাও—
কদলী বলিয়া কচুই খাও।
এই ত সেদিন মারিয়া লাথি
থ্যাংলাল কলা গোরার জাতি

তোমরা তাদের চাটিছ পা—
এখনো চেতনা হইল না।
ধর্ম্মের নামে কেচ্ছা লিখে
বৌকে শেখায় মারিয়া ঝিকে!
কবি টেনিসন্ লিখেচে জানো ?
'কচু ফেলে দিয়ে কলারে মানো'।
দেখে আমি আর কেঁদে বাঁচিনে
টেনিসন্-খানা পড়িও কিনে।
গুরু বশিষ্ঠ লেনিন্ মোর,
বাল্যবিবাহ চালাও জোর।
রাখ 'কাল্‌চার' আসল খাঁটি,
থাকুক বিধবা লক্ষ ষাটি ?
ধর্ম্মের তাতে ভালই হবে
ধাত্রীবিদ্যা শিখলে সবে।
আসিনু সভায় ধর্ম্ম স্মরি'—
[পাঁচু কয়, "জয় দুর্গা হরি"]
এভাবে ধর্ম্মে দিও না শূলে—"

বলিতে বলিতে কাছাটি খুলে,
এক হাতে কাছা ধরিয়া দাদা—
লাগিল নাচিতে মানে না বাধা।

উড়ে দাড়ি, উড়ে উত্তরীয় ;
ঘটিল ঘটন কাকতালীয়—
দেখিতে দেখিতে মঞ্চ সাফ্
কে সহিবে বল ঋষির দাপ !
ধপ্ করে বসে চেঁচিয়ে কেঁদে।

শ্রীভরত মুনি কোমর বেঁধে
উঠিল তখন, 'স্মরি' গ্যারিকে
কহে, "দেখ ভাল নহে ত নিকে,
ঠাকুরবাড়ীর কাণ্ড এই,
নষ্ট করিল দেশটাকেই।
আমি কোনোক্রমে ধরিয়া হাল
দূর ক'রে দিই এ জঞ্জাল ;
প্রতিমা গড়িবে সকল ঘরে—
বিশেষে নাট্যমঞ্চ 'পরে
তাঁরা দেবতার প্রতীক খাঁটি
তাই দিনু মন তাঁদেরে বাঁটি।
চোখ বুজে যদি চালাও পূজো—
ছদিনেই দেখো হইবে কুঁজো
আজো দেখ আমি রয়েছি খাড়া—
জানো কি লিখেছে নটিনী 'সারা' ?

লিখেছে, "ধর্ম্ম সবার বড়।"
পাঁচু কহে, "ব্যোমে শ্রীশঙ্কর।"

ভরত বসিতে, ফুটা কলিজে
খোকা ভগবান উঠিল নিজে ;
ঘন করতালি চটচটিতে
কাঁপন লাগিল ঘরের ভিতে।
কেশব শুধায়, "হে অশ্বিনী,
কোন্ মহাভাগ বটেন ইনি ?"
অশ্বিনী কন, "কি জানি দাদা
দেখে মনে হয় কট্‌কী হাঁদা ;
ইনি কিবা কন শুনুন ব'সে
ভয় হয় বাড়ী না পড়ে ধ'সে !
অনেক কষ্টে উঠেছি দ্যালে,
নূতন আসিয়া নীচে না ফ্যালে।"
কহে ভগবান, "শুন হে ভাই,
আপোষে বিরোধ মেটাতে চাই।
মনসা-ভাসানে লিখেছে কবি
দিল না বলিয়া যজ্ঞ-হবি
চাঁদ সদাগর, মনসা রেগে
চাঁদের পিছনে রহিল লেগে।

সেই চাঁদ শেষে আপোষ চায়,
প্যাক্টের কথা তাইতে হায়,
বল্‌তেছিলাম, শোনে না ওরা—
ডাকিয়া এনেছে বিদেশী গোরা।
অপমান কথা কতেক কব
[পাঁচু কয়, "প্রভু ইচ্ছা তব"।]
অতএব চল গঙ্গাস্নানে
প্রস্তাব আদি হবে সেখানে।"

সকলে উঠিল, 'চলহ' বলি—
পাঁচু গায়ে দেয় শ্রীনামাবলী।
ভূরিশ্রবা রেগে কয় তখন,
"বসুন, বসুন হে সভাজন ;
নোট ক'রে আমি এনেছি আজ,
ঘোর বক্তৃতা এ সভা-মাঝ
ছুঁড়িব আজিকে, শুনিয়া যান,
সভা ছেড়ে মিছা গঙ্গাস্নান।
এ যে দেখি ক্রমে হতেছে অতি"—
পাঁচু কহে, "তারা, তুমিই গতি।"

সভায় উঠিল গণ্ডগোল,
কেঁপে কেঁপে ওঠে হাওড়া পোল।

কথা কাটাকাটি হইল সুরু
ভূরিশ্রবা রয় কুঁচ্‌কে ভুরু।
কেমন করিয়া ঘটিল কিবা
ডাকে সারমেয় ডাকিল শিবা।
দুই দলে বাধে যুদ্ধ ঘোর
কারো গেল জুতা কারো চাদর।
শীর্ষে শীর্ষে উড়িল টিকি—
নিভিল আলোক বৈদ্যুতিকী।
চেয়ারের ভাঙে হাতল পায়া,
গড়াগড়ি যায় তবলা বাঁয়া,
কারো ফাটে মাথা, কেহ বা খোঁড়া,
ভাঙিল কারো বা চশমাজোড়া,
কারো মারা গেল পকেট ট্যাঁক,
এ কহে উহারে, 'আমারে দ্যাখ'।
কোথায় নারদ, ভরত কোথা—
কারো থোঁতা মুখ হইল ভোঁতা।
ভাগে ভূরিশ্রবা লইয়া ভুঁড়ি,
পাঁচু ভুলে নাম হাই ও তুড়ি—
খোকা ভগবান ভাগিয়া বাঁচে,
টিকি কাটে তার শার্সী-কাঁচে।
নিমিষে সে সভা হইল ফাঁক—
কলা কচু দুই বাঁচিয়া থাক্‌!

ত্যারছা-নয়নে কেশব চায়,
অশ্বিনী কয়, "কি হ'ল, হায়,
কচু-কদলীর বিচার-শেষে
ফোঁটা ও তিলকে থামিল এসে।"
কহিল কেশব,—"চল হে ভায়া,
এখনো যে রাখি প্রাণের মায়া।
রাখুন এদেরে টিকি ও হাঁচি—
চল চল মোরা পালিয়ে বাঁচি ;
থাকুক পড়িয়া শূন্য দ্যাল—
চেঁচিয়ে ডাকুক কুকুর শ্যাল।"

—

মর্ত্ত্য হইতে সরস্বতী-বিদায়

কাতরে ভারতী কন, "শুন শুন দেবগণ,
আমার দুর্গতি বাখানিব,
মর্ত্ত্যেতে বাঙ্গালা নাম— আছে অনঙ্গের ধাম,"
সভাজন কহে, "শিব, শিব !"
"সেথায় তরুণদল— জীবনে হ'য়ে বিফল
ব্রতী হ'ল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে,
মাসিক ছাপিয়া তারা, অধিনীরে করে তাড়া—
অঙ্গ মোর ভরি দিল ক্ষতে।
বঙ্গের কি গাব গুণ— তরুণ টানিছে গুন,
নয়ন অরুণ বারুণীতে ;
ভাসিতেছি বিভু স্মরি', কলার মান্দাস 'পরি,
প্রগতি কল্লোল-কালিন্দীতে।
অনঙ্গ ধরিয়া অঙ্গ শান্তি মোর করে ভঙ্গ,—
পীড়িতা নিতম্ব-স্তনভারে,
লোলুপ-লালসা লালা— মুখ-বুক করে জ্বালা,
ডোবে পদ্ম পঙ্কের পাথারে।
মরাল বাহন মম হয়েছে শকুনি সম,
শ্মশানে করিছে শবাহার,

বীণা ফেলে ঝাঁটা গাছি দেছে, তাই ধ'রে আছি
শতমুখী সঙ্গীত-আধার।
বিমলিন নগ্ন গায় বসালো আমারে, হায়,
রাজপথে জনতার মাঝে,
কামাতুর দৃষ্টি হানি— মোরে করে টানাটানি
বাঁচি আমি যদি মরি লাজে।
হংসপদ্মাসন যার আকাঙ্ক্ষিত কমলার,
বীণা যার মোহিল ত্রিদিব—
অনঙ্গের রঙ্গধামে মর্ত্ত্যে খ্যাত বঙ্গ নামে"—
দেবগণ কহে, "শিব, শিব!"
"সে নন্দন-নন্দিতার সীমা নাই লাঞ্ছনার
প্রজাপতি করহ বিহিত—
ক্লেদ-পঙ্কে করি বাস ছিন্ন-দেহ নগ্নবাস,
সবি মোর লাগে বিপরীত।
আমার পূজার ছলে মিলেছে তরুণদলে
আমারে করিতে বহিষ্কার—
নিত্য যেথা পূজা মোর সেথায় পশিয়া চোর
ধর্ম্ম ছলে করে অধিকার।
পূজা যেথা সত্যকার সেথা ঢোকে মিথ্যাচার;
মোরে নিয়ে পিশাচের খেলা
সহে না হে চতুর্ম্মুখ, যন্ত্রণায় ফাটে বুক,
হে বিধি, বাঁচাও এই বেলা!"

নীরব চতুরানন সজল হ'ল নয়ন,
ক্ষণ পরে কন মৃদু হাসি—
"বন্ধ এবে যজ্ঞযাগ দেবতার রাজ্যভাগ
জনগণ লইতেছে আসি।
তুমি মিছা কর শোক দেবের এ দেবলোক,
মর্ত্ত্যলোকে দেবতা গণেশ,
ভোগ পাবে সুরসাল গণবাদ যত কাল
প্লাবিত করিবে সর্ব্ব দেশ।
'খোকা ভগবান' নামে গজানন বঙ্গধামে
সম্প্রতি খুলেছে রাজ্যপাট—
তুমি মাতা এস চ'লে চড়ি' স্বর্গ-চতুর্দ্দোলে—
বঙ্গভূমি হউক স্বরাট্।"

বাঙলার তরুণ

ভাস্‌নু কলম-লগি ঠেলে অ-থই পগার-জলে,
বিদ্রোহ আর কাম-ডোঙাতে দুইটি চরণ রাখি'—
তীরের গাঁয়ে সমাজ-বিধি মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে—
নেই আবরণ—একটুখানি আর্ট ব'লে থাক্‌ বাকী।
কাশের বনে কেশো হাওয়া গন্ধে ভরপূর—
দুটি ডোঙাই সাম্‌লে পায়ে, হাইদরী হাঁক হাঁকি,
জানি না পথ, চল্‌ছি শুধু চলার নেশায় চুর—
জয়-পেয়ালা হাতে, দূরে হাতছানি দেয় সাকী।
যৌবনেরে ঘরের কোণে রাখ্‌তে নারি ধ'রে,
লড়াই ক'রে মরা সে ত সব্‌সে-সেরা ফাঁকি!
আমরা চলি ন্যাংটা ক্ষ্যাপা পঙ্ক-নেশার ঘোরে,
পথে মাতামাতির তিলক ললাট 'পরে মাখি।
বাধা-বাঁধনহারা মোদের বিজয়-অভিযান—
রক্ত তাজা বুকের মাঝে বল্‌ছে থাকি' থাকি'—
'সাবাস বেটা, নাই পরোয়া, সাবাস রে জোয়ান—'
'নাই পরোয়া'—তাল-বেতালে বল্‌ছে শুধুই ডাকি'।
বল্‌ছে বয়স, 'চল্‌ছি আমি, ভাইয়ো হুঁশিয়ার!
দুদিন গেলে পড়্‌বে বাঁধা, তখন ঢাকাঢাকি,—

করবে বিয়া, পোষা টিয়ার শিক্‌লি হবে সার,
থাক্‌তে সময় বিজয়-খোঁচা অঙ্গে লহ আঁকি'।"
কলম ঠেলে বিদ্রোহ-কাম-ডোঙায় হব পার—
লগি কবে উঠ্‌বে কানে মনেই সেটা রাখি।

—

মিথ্যাচার

বেদনার ক্রুশ-ভার স্কন্ধে বহে প্রদীপ্ত তরুণ,
পথে পথে অতরুণ প্রবীণেরা করে উপহাস,
শুধু রুদ্ধ বাতায়ন-অন্তরালে নয়ন-অরুণ
Mary Magdalene-কুল কাঁদে আর ফেলে তপ্তশ্বাস।

সেদিন চিনিল তাঁরে হয়ত দ্বাদশ অনুচর,
কৃষক শ্রমিক তাঁতী কিম্বা কোনো অশিক্ষিত জেলে ;
ক্রুশবিদ্ধ তরুণের জয়গান গাবে চরাচর,—
জেনেছিল ঋষি শুধু অন্তরের গূঢ় দৃষ্টি মেলে।

তরুণ সে ছিল জানি, সে ত কভু কাঁদেনি ব্যথায়—
তার কথা মুখে আনি বৃথা কর আত্ম-প্রবঞ্চনা !
নীল হ'ল দেহ তার অন্তরের রুদ্ধ বেদনায়,
বিচারের লাগি তবু করে নাই কাতর প্রার্থনা।

কেমনে সহিবে ব্যথা—তোমরা যে অসত্য-পূজারী !
শিখিয়াছ আত্মরতি, জান শুধু করিতে ক্রন্দন—
ঘৃণ্য বামাচারী যত, কামলুব্ধ অন্ধ অনাচারী !
মুখে আনি তাঁর নাম বৃথা কর চিত্তবিনোদন !

অভিমন্যু মার খেয়ে করে নাই কভু ব্যর্থ ক্ষোভ,
ললাটে হানিয়া কর কারো কাছে চাহেনি বিচার,
মরিতে যে জানে না কো, বাঁচিবার বৃথা তার লোভ,
নীতিহীন দুর্ব্বৃত্তেরা অন্যায়ের মাগে প্রতীকার !

সমাজ-সংস্কার-নীতি ভাবে যারা কঠিন শৃঙ্খল,
দারিদ্র্যের গর্ব্ব করে—অথচ কাঁদিছে নিশিদিন—
তাদের বীরত্ব খ্যাতি !—দেহে মনে যাহারা বিকল,
পথ-কুক্কুরের চেয়ে তারা সবে আরো দীন-হীন !

দেশের দুর্ভাগ্য অতি—তরুণের এ কাঙালিপনা !
যাহারা প্রদীপ্ত তেজে উচ্চশিরে চলিবে সংসারে,
কোথা তারা ? ক্রুশ-স্কন্ধে রাজপথে আজো জুটিল না—
গৃহকোণে কাঁদে শুধু অক্ষম নিষ্ফল হাহাকারে !

—

নব-সাহিত্য বন্দনা

(গান)

জয় নবসাহিত্য জয় হে—
জয় শাশ্বত, জয় নিত্যসাহিত্য জয় হে !
জয়, অধুনা-প্রবর্ত্তিত বঙ্গে,
রহ চিরপ্রচলিত রঙ্গে,
কন্টিনেণ্ট-উদ্‌ভাসিত জয় হে—প্রবীণ-শিথিল-উপহসিত জয় হে
জয় হে, জয় হে, জয় হে।

জয় পর-পদানত দেশে,
যেথা প্রাণ রয় কায়ক্লেশে,
যুগান্ত-বন্দিত অন্ধকারে, আনিলে আলোক। পারাবার হে,
মিথ্যাসম্পদ মাঝে চির-সত্য এ-বিত্ত জয় হে
জয় নব-সাহিত্য জয় হে।

সংস্কার শুচিতার টুটি অর্গল বন্ধ,
নিরানন্দ দেশে আনিলে আনন্দ,
সঘনে নড়ে পক্ককেশ শিরে,
করিলে বর্ত্ম পাষাণ-বক্ষ চিরে',

সন্ধানিলে ধূলি-জঞ্জাল চিত্ত—
জয় নব-সাহিত্য, জয় হে।

রাজোদ্যানে রচিলে বস্তি,
স্বস্তি নবসাহিত্য স্বস্তি,
পথ-কর্দ্দমে ধূলি ও পঙ্কে,
ঘোষিলে আপন বিজয়-শঙ্খে,
লাঞ্ছিতা পতিতার উদ্ঘাটিলে দ্বার,
সতীত্বে তাহারে কৈলে অভিষিক্ত—
জয় নব সাহিত্য, জয় হে।
শ্রমিকের, ধনিকের, গণিকার, বণিকের—
সাম্যের, কাম্যের, শাশ্বত ক্ষণিকের—
জড় ও পাষাণের ভস্ম ও শ্মশানের
আস্তাকুঁড়ে যাহা ফেলি উদ্বৃত্ত হে।
সকল অভিনব-সাহিত্য, জয় হে।

দোদুল-নিতম্ব কাব্য, কাব্য অচিন্ত্য অভাব্য,
নাকানি-চোবানিপূর্ণ, ফ্রয়েডের কিঞ্চিৎ চূর্ণ,
এলিসের ও পরিশিষ্টে, ক্রিমিনলজী অতি মিষ্টে,
মনস্তত্ত্ববাদমূলক, কাব্যে ছড়াছড়ি যৌন-পুলক,
সংস্কার-খর্ব্বণঃ, চর্ব্বিত-চর্ব্বণঃ
সাহিত্য-চিত্তের কণ্ডূতিবর্দ্ধনঃ,

কাব্য-যুবজন নিশীথরঞ্জনঃ
দীন-মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রগঞ্জনঃ
কামক্রোধমদবর্দ্ধক কাব্য বর্দ্ধক-উষ্মা-পিত্ত হে—
জয় নব-সাহিত্য, জয় হে।

প্রগতি, কল্লোল, কালি-কলম—
অন্তর-ক্ষতেতে লেপিলে মলম,
রসের নব নব অভিব্যক্তি
উত্তরা, ধূপছায়া, আত্মশক্তি—
প্রেম ও পীরিতির নিত্য গদগদ সলিলে অভিষিক্ত,
জয় নব সাহিত্য, জয় হে—
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
প্রাচীন হইল রসাতলগত, তরুণ হ'ল নির্ভয় হে—
জয় হে জয় হে জয় হে।

——

রাতারাতি

আধ-ফুটন্ত কলির উপরে আধ-ঘুমন্ত অলি—
হলুদে সবুজ একি মাতামাতি হাসাহাসি গলাগলি !
কচি ছেলে শেখে মেলাতে ছন্দ, ফুঁকিতে বিলাতি বিড়ি—
মিটিমিটি চোখে তের্ছা চাহিতে ধরিতে কেষ্ট ছিরি—
হায় হায় হায় হায় রে
অশ্রুর বানে সবুজ ধান্য কাঁচাতেই হেজে যায় রে।

বাহিরে এমন জল থৈ থৈ বুকে মরু-মরীচিকা,
শ্মশানের চিতা যেথা জ্বলে সেথা কেন আলেয়ার শিখা !
চুলেতে যেখানে এমন বাহার বুকে কেন ঘুণ ধরে—
সভায় বকুনি, শেয়াল শকুনি নির্ভয়ে ফেরে ঘরে।
হায় হায় হায় হায় রে—
প্লীহা-যকৃত বড় হ'ল তবু চোখে ঘোর নাহি যায় রে।

প্যাঁচা যেথা শুধু জাগিছে প্রহর ইঁদুর কাটিছে মাটি—
সুন্দর শিব শান্ত সেথায় শোভা পায় পরিপাটি।
ঘুঁটি যেথা কাঁচে বার বার তবু খেলার নাহিক শেষ,
নিঃশেষ যেথা বিত্ত সেথায় চিত্তহরণ বেশ !
হায় হায় হায় হায় রে—
শিরেতে ছোবল মারিয়াছে ফণী মণি-পানে তবু চায় রে।

—

Independence

যেদিকে তাকাই একই সে ব্যারাম,
বিভিন্ন উপসর্গ,
মৃত্যু-আগার—যাই দাও নাম
কশাইখানা বা 'মর্গ'।
যে ব্যাধি মারিছে নব-সাহিত্যে,
তাই ছুঁলো পলিটিক্সে,
নয়া-নূতনের পৌরহিত্যে
পদে পদে ভুলে দিক্ সে
দিক্‌ভুলে তবু তরুণের দল
চক্ষু রক্তবর্ণ
বলিছে, মস্কো অথবা 'সোকোল,'
অথবা পাকড়ি কর্ণ,
হাঁকিয়া কহিছে, "পথ কর সাফ
প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ,
ধাপে ধাপে নহে, চল দিয়ে লাফ্
যদি চাও 'সৌহৃদ্য'
তরুণ দলের। জানো তো তারাই
শুধু ভবিষ্য ভরসা,

Independence

স্বাধীনতা রবি দেখ তোলে হাই
ঘুম ভেঙে, হয় ফরসা।
নজর চলে না ? থাক’ চোখ বুজে—
সেই পুরাতন গর্ব্বে,
দেখ কত বল ধরি তুই ভুজে—
সদর্পে চলি মর্ত্ত্যে
স্বাধীন সৌধ গড়িয়া তুলিব ;
সবই আছে চুনস্থুরকি।
তুড়ি মারি বশ করিব ত্রিদিব।—
কাঁচা চাল আর মুড়কি
সমান তালেতে ঠ্যাং ফেলে ফেলে
চলিতে করে না চেষ্টা,
পথ ছাড়, গিয়ে বার বার জেলে
স্বাধীন করিব দেশটা।
ক্ষেপেছে তরুণ, নয়ন অরুণ,
সমাজে এবং রাষ্ট্রে,
বালক বীরের পূর্ণ যে তূণ—
দাহিকা-শক্তি কাষ্ঠে
শুষ্ক হ’লেও যদ্যপি রহে,
মানুষের কথা ভিন্ন—
বয়স তাহার যত যায় বহে
তত হ’তে থাকে ঘৃণ্য।

সেলাম নেহরু কেটে পড়’ বাছা,
সেলাম বৃদ্ধ গান্ধী।
হাফ্‌প্যাণ্টের নাই বটে কাছা
তবুও কোমর বান্ধি’—
বুকে জোর থাকে চ’লে এস সাথে
স্বাধীনতা শুধু কাম্য—
স্বাধীনতা-ধ্বজা ধর এক হাতে
আর হাতে ধ্বজা সাম্য,
মুখে কহ শুধু, জয়তু বঙ্গ,
জয়তু সুভাষচন্দ্র
নতুবা দাও হে পৃষ্ঠভঙ্গ
যে হও তামিল অন্ধ্র—
দেখিছ না এই বিশ্বব্যাপিয়া
মাথা তুলিয়াছে চ্যাংড়া,
যুবা-ইউরোপ, যুবক-এসিয়া—
কাঁচা পীচ্‌ কাঁচা ল্যাংড়া—
আজি আমাদের ঠেকাইবে কেটা,
গিয়ে দেখে এসো মস্কো,
প্রাচীর বাপের যদ্যপি বেটা—
নই বটে ব্যুঢ়োরস্ক—
যদিও নাহিক কবাটবক্ষ
তবুও বয়স অল্প,

এটাও তোমরা করেছ লক্ষ্য
এটা তরুণের কল্প !”
সভা-মণ্ডপে কাঁপে বৃদ্ধেরা,
তরুণের মহা হর্ষ ;
তরুণীর পানে ছোটে চোখ ট্যারা,
স্বাধীন ভারতবর্ষ
এতকাল পরে হইল অদ্য,
হে চিরতরুণ, ধন্য !
গান্ধী গোখলে হইল হদ্দ,
তুমি এলে সেই জন্য ।
শোভে ঝলমল জরির পোষাক
রাব্ড়ি-সেবিত অঙ্গে
শিখ-মারাঠীরা বিষম অবাক
মিলিটারী দেখি বঙ্গে ।
বঙ্গের আজি যৌবন ভারী
করিল অবাক কাণ্ড,
হঠাৎ উঠিল কৌপীনধারী
হট্টে ভাঙিতে ভাণ্ড ।
কহিল, “বৎস, সবই শুনিলাম,
বেঁচে থাক সোনা-রত্ন,
কাঁচা পীচ আর অতি কাঁচা আম
অধিক করিলে যত্ন

কাঁচাতেই হয় পাকার অধিক,
তার চেয়ে পাকা মন্দ ?”
[কেহ কহে, ‘হাঁ হাঁ, ঠিক এতো ঠিক’,
কেহ কহে, ‘লাগে সন্দ।’]
“রোজগার কিছু করিয়াছ নিজে ?
ফাঁপিয়া বাপের অন্নে—
বাপে গালি দেওয়া সহজ অতি যে
দূষি না ক’ সেই জন্যে।
এখনো বয়স আছে, নিজে খেটে
খাইবার কর চেষ্টা
পরের অন্ন পূরে ভুঁড়োপেটে
স্বাধীন করো না দেশটা।
তরুণেরা হেঁকে কহিল, “Traitor—
চাই না মহৎ আত্মা—
অতি বড় বাড় বেড়েছে বেটার
ছাড়িয়া গিয়াছে মাত্রা ;
স্বাধীনতা-ট্রেন দাঁড়ায়ে সম্মুখে,—
যারা ঘটাইছে বিঘ্ন
করহ বন্দী, বাঁশ ডল বুকে,
জিহ্বা করিয়া তীক্ষ্ণ
টুক্‌রা টুক্‌রা কাটো তাহাদের
অথবা তাদের যুক্তি,

পত্তন হবে খাঁটি স্বরাজের
আসিছে ভারতের মুক্তি।”
সেলাম ঠুকিয়া বৃদ্ধেরা চলে
দেখি এই অনাসৃষ্টি,
পিছনে তাদের তরুণের দলে
করে শুধু গালি-বৃষ্টি।
কাঁচাতে পাকাতে চলে চুলাচুলি
প্রস্তাব লয়ে দ্বন্দ্ব,
এ পারিলে ভাঙে অপরের খুলি
মজা এ তো নয় মন্দ!
বর্ষে বর্ষে একই রীতি এই
ক্রমে হয় দলভঙ্গ,—
মজা যে লুটিত মজা লোটে সে-ই
দূরে থেকে দেখে রঙ্গ।
ইঁদুরের দল কংগ্রেস ফেঁদে
চলে শতার্দ্ধ অব্দ,
বিড়াল-কণ্ঠে ঘণ্টাটি বেঁধে
তাহারে করিবে জব্দ—
সকলেরই ইথে আছে সম্মতি
মিল নাই এক সর্ত্তে,
কেহ কহে রূপা, যুবকেরা অতি
ক্রোধ ক'রে ধায় গর্ত্তে,

তারা কহে হবে ঘণ্টা সোনার
লেগে যায় মহাদ্বন্দ্ব—
কোলজোড়া ছেলে মাতা বাংলার
জয় শ্রীসুভাষচন্দ্র !

অভিনয়

হ'ল চল্লিশ পার।

বরষে বরষে একই অভিনয় হয়ে গেছে বারবার।

তিন দিন ধ'রে মারমুখো হয়ে, মিলিবে বীরেরা মহা হৈচৈ-এ

Amendment ও প্রস্তাব ল'য়ে লেগে যাবে মহামার।

গম্ভীর মুখে বসিবে সকলে,ভীষণ খাঁটি ও বেজায় নকলে,

কোন্ ভাষা কত আছয়ে দখলে, হবে পরীক্ষা তার।

গোড়ায় হইবে কথা কাটাকাটি,

তাতে না শানালে হবে লাঠালাঠি

লাল হবে চোখ, লাল হবে মাটি, মিলন চমৎকার

অনুষ্ঠানের নাই কোনো ত্রুটি, কেহ খায় খানা,

কারো ডাল-রুটি,

দশদিকে হ'তে দশজন জুটি বচন করিবে সার—

হ'ল চল্লিশ পার।

বেড়ে যায় আয়োজন,

গুন গুন ধ্বনি দশ গুণ বেড়ে ধ্বনিতেছে ভন ভন।

চলে তোড়-জোড়, কুচ ও কাওয়াজ উড়িতেছে ধূলি বাড়িছে

আওয়াজ—

সাগর-পারের বীরদল আজ বুঝি লয় গৃহকোণ।

চলে পদাতিক অশ্ব-আরোহী, মহিলা-সওয়ার চলে রহি রহি,
ইংরাজ-চিত উঠিতেছে দহি'—ঘুচিতেছে আবরণ।
কিবা অপরূপ সাজের বাহার—বুটে খদ্দরে হয় একাকার
কারো বল্লম লাঠিও কাহার—'অলস নিরঞ্জন',*
গাহিছে সকলে 'মন-উল্লাসে', খদ্দরী ব্যাজ বক্ষের পাশে
বাঙালী বীরের উষ্ণ নিশাসে বেজে ওঠে ঝন্ ঝন্।
বেড়ে যায় আয়োজন।

মহাবীর সেনাপতি

কভু বা অশ্বে কভু সহাস্যে মোটরে উধাও গতি।
স্বাধীনতা-টুপি পরেছেন শিরে,
উপুড় কলসে কাপাসের বিঁড়ে,
অশ্বপৃষ্ঠে আঁখি ভাসে নীরে রথে চলে মহারথী।
আঁধার তাঁবুতে চলে মন্ত্রণা,
গোল কেন হবে না ক' তিন কোণা,
কোথায় পাহারা দেবে কোন্ জনা, বার্ত্তা গোপন অতি।
মাঝে মাঝে বীর শুধু আনমনে 'Left ও Right
হাঁকে অকারণে,
জল ভ'রে আসে আয়ত নয়নে কভু দাউ দাউ জ্যোতি।

---

* শ্রীসুভাষচন্দ্র-পরিচালিত 'বাঙলার কথা' দ্রষ্টব্য। 'অলখ্ নিরঞ্জন' 'অলস নিরঞ্জন'-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাহিরে ঘোড়ার হ্রেষা শোনা যায় ধূলি উড়ে

তার চরণের ঘায়,

ষ্টলখুলে যারা করে ব্যবসায় তারা গণে লাভ-ক্ষতি।

মহাবীর সেনাপতি!

প্রধান মন্ত্রীবর

করেন হিসাব হুফুট মাটিতে কত ধরা যায় কর।

প্রভাত হইতে বাজিছে সানাই, বরবেশে ওই আসিছে কানাই,

পথের হুধারে তিল নাহি ঠাঁই রৌদ্র সে খরতর।

ঘোষে একাধিক একশ কামান—শৃঙ্খল বুঝি টুটে খান খান

ছত্রিশ ঘোড়া টানে রথখান দেখিতে সুমনোহর।

পথে পথে কত বিজয়-তোরণ পুরনারী করে লাজবর্ষণ

শোভাযাত্রায় সে কি আয়োজন একাকার নারী-নর!

শুধু-মোড়ে মোড়ে 'লোহিত-পাগড়ি',

খৈনী-মলিন বাহুতুলে ধরি

কহিছে 'রাখ্‌খো' আঁখি লাল করি, থামিচে কলস্বর!

প্রধান মন্ত্রীবর।

নারীর মহিমা গান

শুনি পথেঘাটে মিলিছে তাহারা করিতে লজ্জাদান

পুরুষ নামীয় কাপুরুষে যত, জননী-সেবার লইয়াছে ব্রত,

আয়োজন তার চলে কত মত, খদ্দর পরিধান,

ড্রিল করে তারা বিউগল্ সাথে, ঘরে ও বাহিরে
সাঁজে ও প্রভাতে,
তালি বাজে না কো শুধু একহাতে তাই এ ঐকতান।
শুধু শুনি মিঠা ইংরাজী বুলি, চরণে কেবল লাগে না ক' ধূলি
এদিকে সেদিকে ধায় দিক ভুলি চটুল নয়নবাণ,
ফিরিছে তাহারা বিচিত্র-বেশা, দেশ-সেবকের চোখে
লাগে নেশা,
ভাবে মনে 'দিন না রহেগা এসা' সাড়া দেয় মা'র প্রাণ।
নারীর মহিমা গান।

এসেছে এলাহী রাতি
দিকে দিকে তাই উঠে কোলাহল গাছে গাছে জ্বলে বাতি!
এতদিনে হল রাজ্য-বিজয় পুরবাসী তাই আনন্দময়,
কে রাখে হিসাব লাভ ক্ষতিক্ষয়, বেড়েছে বুকের ছাতি।
বাহিরে পাহারা-ওয়ালা নীরবে, ভাবে আজ বুঝি
নিদ্রা না হবে,
ওদিকে সমানে খৃষ্টোৎসবে মাতিছে গোরার জাতি।
সিংহ-চর্ম্মে শোভিত রাসভ দিকে দিকে তাই উঠে জয়রব,
ভেকদল আজ করে কলরব হাতীরে মানে না হাতী।
বাতি নিবে যায় তবু বারে বারে, কাঁপে বীরদল শীতের প্রহারে
ম্লান হয় তত যত রাত বাড়ে স্বাধীনতা-দীপ-ভাতি!
এসেছে এলাহী রাতি।

শুধু হাসে মহাকাল,

জেলের কয়েদী করিছে বিবাহ মুকুট-শোভিত ভাল !

ফোঁটা চন্দন কাটিয়া ললাটে, ভিখারী সহসা বসে রাজপাটে,

যেতেছে ভুলিয়া নিমিষের ঠাটে চিরদিবসের হাল।

সন্ধ্যা আবার ঘনাইছে ওই এ যে শৃঙ্খল, রাজপাট কই ?

মিছা কোলাহল, মিছা হৈচৈ, কঠিন লৌহজাল—

ঘর্ঘর রবে ছুটে জয়রথ বিঘ্নবিহীন প'ড়ে আছে পথ

তুমি আমি সবে কঙ্করবৎ বুকের রক্তে লাল

করিব ওদের পথ চিরদিন—ধূলি কর্দ্দমে হইব বিলীন,

জোগাব আহার ক্ষীণ কিবা পীন মোরা ভীরু মেষপাল !

শুধু হাসে মহাকাল !

কেন এই অভিনয় ?

শোনিত-আহবে হারাইলে যাহা বাক্যে করিবে জয় !

ভাবিছ বিরাট আয়োজন করি, হোটেলে তাহারা

কাঁপে থরথরি

আত্মঘাতীর কলসী ও দড়ি, এ যে আর কিছু নয় !

চল্লিশ ক্রমে হইবে হাজার, এক যাবে পুনঃ আরেক রাজার

রাজ-কারাগারে তোমার সাজার তিল নাহি হবে ক্ষয়।

লাঠি খেয়ে কত মরিবে কেশরী, বর্ষ অন্তে সমারোহ করি

স্বদেশী সাজিয়া তিন দিন ধরি কারে দেখাইবে ভয় !

Statesman-খানা খুলিয়া প্রভাতে তরঙ্গ তুলে চা'র পেয়ালাতে

সকলি তোমার লুটিবে দুহাতে, রজনীর অপচয়।
কেন এই অভিনয়!

শীর্ণা ভারতমাতা
উঠিছে শিহরি ভক্তেরা যত গাহিছে মুক্তিগাথা।
চোখে অবিরাম ঝরে বারিধার, পারে না বহিতে
বুঝি দেহভার
খ'সে খ'সে ওই পড়ে বার বার মলিন ছিন্ন কাঁথা।
আকাশকুসুম করিতে রচন রামশ্যামে করে বাক্ বরিষণ,
থেকে থেকে নড়ে ওঠে ঘনেঘন ক্যাপ-সুশোভিত মাথা;
জননী নীরবে বসি কারাগারে শীর্ণ হস্ত ললাটে প্রহারে,
শরীর বিকল, তবুও তাঁহারে পিষিতে হইবে জাঁতা!
দেশের অর্থে আপনার নাম করিছে জাহির শুধু রামশ্যাম
কংগ্রেস ক্রমে হতেছে সুঠাম বুকের রক্তে গাঁথা।
শীর্ণা ভারতমাতা!

কাহিনী

ভলান্‌টিয়ার কহে, "স্যর, মোরা বহুত্ বিনয়ে
কহিলাম মহাত্মারে, আসিতে এ কংগ্রেস-আলয়ে;
না লয়ে আশ্রয় হেথা, গিয়াছেন খাদি-প্রতিষ্ঠানে;
না জানি সে কোন্ শত্রু কি-যে মন্ত্র দিল তাঁর কানে
কংগ্রেস করেন ত্যাগ। সেথা যত ছোটলোক মিলে,
আ-হাঁটু কাপড় পরি', গায়ে দিয়ে উত্তরীয় ঢিলে
তাঁর সাথে করিছে জল্পনা। সেখানে জমিছে ভিড়,
দলে দলে জনগণ চলিয়াছে উন্মত্ত অধীর
ভেটিতে তাঁহারে শুধু। কংগ্রেস-মণ্ডপ হ'ল খালি,
শত্রুপক্ষ পথে-ঘাটে খুসীমত ছড়াইছে কালী
আপনার পুণ্য নামে। অবিলম্বে কর প্রতিকার,
নতুবা অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে কংগ্রেস-দুয়ার,
উঠিবে না চাঁদা।"

গরজি উঠিল রোষে সেনাপতি।

উন্মোচিয়া অসি ক্ষুরধার, চলিলেন দ্রুতগতি
ধ্যানমৌন মহাত্মা-সকাশে। 'স্যালুট' করিয়া তাঁরে,
শুধালেন সেনাপতি, "স্যর, পুজা-বেদী জননীর
একমাত্র কংগ্রেস-আসর। সেখানে না করি ভিড়
কি হেতু এসেছ হেথা? জননীরে বাস না কি ভালো?

হইয়াছ দেশদ্রোহী ?

মহাত্মার মুখ হ'ল কালো,

কন মৃদুস্বরে, "জননী কোথায় বৎস ?"

"কেন তিনি—

ওই হোথা দেশবন্ধুপুরে !"

"মা আমার ভিখারিণী— "

মহাত্মা কহেন ধীরে ছল ছল ম্লান দুটি চোখে,

"নন্দন-নিন্দিত, অন্ধ মদোন্মত্ত ও ঐশ্বর্য্যলোকে

কোথায় তাঁহার স্থান ? জননীর বেদী ও তো নহে !"

"কেন নয় ! এত যত্নে গড়া বেদী !" সেনাপতি কহে—

"এত অর্থ-ব্যয়ে হইয়াছে সুনির্ম্মিত, পরিশ্রম

এত দিবসের হইল বিফল ? মঞ্চ মনোরম,

সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ সেবকের দল—মিথ্যা তবে ?"

"মিথ্যা নয়। স্ববিগ্রহ স্থাপিয়াছ। আপন গৌরবে

রচিয়াছ আপনার বেদী, নহে দীনা জননীর।

মাতা হোথা ধূলিতলে বিলুণ্ঠিত, অঙ্গে জীর্ণ চীর—

অভাগা সন্তান তাঁর দারিদ্র্যের ক্রূর নিষ্পেষণে

মরিতেছে পলে পলে। কেমনে ও রাজসিংহাসনে

বসিবেন মাতা ! কাঁদিছে সন্তান তাঁর, অন্নহীন

বস্ত্রহীন, পথের কুক্কুরসম—ভীষণ দুর্দ্দিন !

তোমরা মিলেছ সবে জননী-পূজার পুণ্যনামে,

বিচিত্র আলোকমালা সাজাইয়া দেশবন্ধুধামে

দরিদ্রের অর্থ লয়ে খেলিছ পুতুল-খেলা ! হায়—
মদগর্ব্বে অন্ধ আঁখি, দেখিছ না জননী কোথায় !
সেজেছ বিচিত্র বেশে ; প্যাণ্ট-কোটে সুশোভিলে দেহ
বহু মুদ্রা ব্যয় করি ; একবার ভেবেছ কি কেহ,
এ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে কার মনে জাগাবে বিস্ময় !
হাসিছে নিখিল ধরা, জননীর চোখে অশ্রু বয়,
আড়ম্বরে যোগ নাই তাঁর। তিনি মিলেছেন আসি
যেথায় সন্তান তাঁর বস্ত্রহীন জীর্ণ উপবাসী
হেথা এই পথধূলি 'পরে।'

সেনাপতি কহে রোষে
'তুমি ভণ্ড, মিথ্যাচারী !' ঝলকি উঠিল অসি কোষে,
'দূর হয়ে যাও দূরাচার !'

মহাত্মা হাসিয়া ধীরে,
কহিলেন, 'সেই ভালো, যেথা জননীর অপমান,
দীন সন্তানের সেথা কেমনে হইবে বল স্থান !'

নয়া কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র-রণে,
কৌরব সাথে কৃষ্ণ সহায়ে যুঝেছিল পাঁচজনে।
যুঝিয়া করিল জয়—
কাশীদাসী সব শ্রীমহাভারতে আছে লেখা সমুদয়।
সে ছিল দ্বাপর যুগ ;
শুনেছি তখন পাওয়া নাহি যেত ঝোলাগুড় সোনামুগ।
তারপর কলিকালে—
সেই পাঁচজন লইল জনম ভিন্ন পাঁচটি ডালে।
কৃষ্ণ ভবানীপুরে
জনম লইয়া, পাঞ্চজন্য বাজাল নূতন সুরে—
শুনিয়া শঙ্খ-ধ্বনি,
পাঁচ ডাল হ'তে কৃষ্ণের কাছে ছুটিল পঞ্চজনই।
পূর্ব্বজনমস্মৃতি
উথলি উঠিল পাঁচজনাকার গভীর প্রাণের প্রীতি।
কহিল, 'লড়িতে হবে,
খুঁজে ফিরে দেখ, জন্ম নিয়েছে কোথা সেই কৌরবে !'
পাওয়া গেল সন্ধান—
প্রতাপে তাদের আকাশে দেবতা ভয়েতে কম্পমান।

যুদ্ধে তো জেতা ভার।
কৃষ্ণ কহেন, 'পাঁচজনে মিলে কাগজ করহ বার—
চোখা চোখা লেখ গালি,
দ্বাপর-রঙ্গ দেখাও বঙ্গে অঙ্গে মাখিয়া কালি।'
আমি চালাইব রথ—
চাকায় তোমরা তেল দিও খালি, দিয়ো না ক' অভিমত।
কৃষ্ণ গেলেন মরে,
নিরুপায় হয়ে পাঁচজনে এক শিখণ্ডী আনে ধ'রে,
তারে বসাইয়া আগে,
পাঁচজনে করে বিষম যুদ্ধ রহি পশ্চাদ্‌ভাগে।
উঠে 'জয় জয়' রব
দেবতারা কহে, 'নূতন যুদ্ধ, নিতান্ত অভিনব।'

সূচ্যগ্র-ভূমি লাগি'
সেই পাঁচজন দ্বাপরে যেমন হয়েছিল পাপভাগী—
সমগ্র দেশ তরে—
তারাই আবার পাঁচজনে মিলে বিষম কাণ্ড করে।
বিংশ শতাব্দীর
নয়া-পাণ্ডব যুদ্ধ দেখিয়া সবার চক্ষু থির।
'ধৃতরাষ্ট্রের বেটা,
ইংরেজ-রূপে রাজ্য করিছে বল তা সহিবে কেটা?

স্থরু করিয়াছি রণ,
কৃষ্ণ মরেছে ক্ষতি নাই, মোরা আছি তো পঞ্চজন !
শিখণ্ডী আছে আর,
মহাবীর সে যে জেলে যেতে রাজি প্রয়োজন যত বার।
আর আছে তরুণেরা—
কোথা লাগে সেই 'নারায়ণী' সেনা, এরা সৈন্যের সেরা
মৃত্যুরে নাহি ডরে,
চারটি পয়সা খরচ করিয়া প্রভাতে কাগজ পড়ে।
ভোট-যুদ্ধের কালে
এরা বাহিরায় ধর্ম্মের টীকা পরি' প্রশস্ত ভালে।
অতএব অতএব—
ইহাদের পিঠ চাপড়াও আর ভ'রে ফেল নিজ জেব।
এরা না হইলে মাটি,
অর্থার্জ্জনে অনর্থ হবে, স্বাধীন হবে না মাটি।
এ নহে দ্বাপর যুগ,
এখন মিলিছে যত্রতত্র ঝোলাগুড় সোনামুগ।
আছিল ধর্ম্ম যাহা
তখন, তাহাই আজ বুঝে দেখ অধর্ম্ম বটে তাঁহা।
দেখহ বিচার করি,
দ্বাপরে কেমন ছিলাম, অদ্য কোন্ চরিত্র ধরি।'
উঠে 'জয় জয়' রব—
দেবতারা কহে সশঙ্ক চিতে, 'অভিনব অভিনব।'

বিচার করিল সবে,
ধর্ম্মপুত্র কখনো কোথাও পড়ে নাই কারো 'লভে'।
ছিল না ব্রহ্মচারী—
কলির ইনি তা' বটেন, সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার বাড়ী।
য়িহুদী ধর্ম্মে বলে,
ধপ্ করে সাফ মরে যাওয়া ভাল, মরিও না পলে পলে!
পবন-তনয় ভীম—
ব্যারিষ্টারী কি করেছিল কভু, স্বদেশী ঘোড়ার ডিম
তা' দিয়ে ফুটাল কবে?
স্বদেশী ধান্য-বৃক্ষ রোপেনি আহিলি বিলাতী টবে।
অর্জ্জুন মহাবীর
প্রণয়িনী তার কটা ছিল? রাজা ছিল কি জুয়াচুরীর?
শ্রীমান নকুল, ছাই
প্রেম-ডাকাতির আসামী হইয়া যশ লাভ করে নাই।
কুঁড়ে ছিল সহদেব?
দ্বাপরে কলিতে তফাৎ প্রচুর বুঝিতেছি অতএব।
চরম কথাটি শোন—
মৃত কৃষ্ণের ঠাঁই নিয়েছিল ভীমের ভ্রাতা কি কোনো?
বেবাক নূতন যুগ,
পয়সা দিলেই পাওয়া যায় আজ ঝোলাগুড় সোনামুগ।
সবে বিস্ময় মানে—
বঙ্গাঙ্গন ভরিয়া উঠিল পাঁচের বিজয় গানে—

'ছয়'কে ঘিরিয়া পাঁচ,
শিখণ্ডী পিছে ক'রে দিলে স্থুরু নূতন স্বদেশী নাচ।
তরুণেরা তাই দেখে,
পথের মাঝারে নাচিতে লাগিল গায়ে ধূলা-বালি মেখে-
কৌরব কাঁপে ভয়ে
দ্বাপরের লীলা স্থুরু বুঝি হয় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে!
উঠে 'জয় জয়' রব,
তন্দ্রামগ্ন দেবতারা হাঁকে, 'অভিনব, অভিনব।'

'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে'

যে কাজ করেছি সুরু, এই ঘোর দারুণ দুর্দ্দিনে,
রন্ধ্রহীন অন্ধকার পথে জ্বালায়ে শঙ্কিত দীপ
যাত্রা করিয়াছি কয়জনা। অনুভবে পথ চিনে
ফিরিতেছি জীবনের খোঁজে, প্রাণের বজ্রাগ্নি টীপ
অনুক্ষণ জ্বলিছে ললাটে হোমাগ্নি-শিখার মত।
চারিদিকে মৃতদেহ, কৃমিকীট করে কিলবিল।
শবাসনে করিতে সাধনা, ধরি কাপালিক ব্রত।
চৌদিকে কঙ্কাল-শব, স্তব্ধ মৌন ভয়ার্ত্ত নিখিল,
প্রতীক্ষা করিয়া আছি প্রাণ কবে পাবে সাড়া ধীরে,
জীবনের রক্তরাগ বহ্নিবৎ উদয়-অচলে
চকিতে উঠিবে জাগি আঁধার তিমির-বক্ষ চিরে।

হেরিতেছি রহি' রহি' শবলেহী চিতার অনলে
শিবা-সারমেয়দল, দেয় মিথ্যা প্রাণের আভাস
চীৎকারে ও কোলাহলে, তারা করে মৃত্যুর সাধনা—
গলিত শবের লাগি' প্রতীক্ষিয়া আছে বারোমাস,
কাড়াকাড়ি মহোল্লাসে! মনে হয় প্রাণ-আরাধনা
তারাও করেছে সুরু, ভ্রান্তি জাগে শঙ্কিতের মনে;

কৃমিকীটে প্রাণ ভাবি' নমস্কার করে নিবেদন ;
হাসে মহাকাল ঊর্দ্ধে অন্ধকার কটাক্ষ-ঈক্ষণে,
জীবন শিহরি উঠে, অট্টহাসি হাসিছে মরণ।

ওদেরে করি না ভয়, কৃমিকীট-শিবা-সারমেয়
পদতলে দেই স্থান, মোরা ফিরি তাদের সন্ধানে
ভয়ার্ত্ত কুণ্ঠিত যারা, জরাগ্রস্ত, আরো ঘৃণ্য হেয়,
মিথ্যা জানি মত্ত যারা প্রতিদিন, কৃমিজয়-গানে,
পূজে মৃত্যু জীবন-বাখানি' ; পূতিগন্ধ অন্ধকারে
পড়িয়া কহিছে ডাকি, 'জীবনের পেয়েছি আভাস—'
পঙ্কে বসি' মুগ্ধ রহে কল্পিত পদ্মের গন্ধভারে—
এরা আরো ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ও মিথ্যার এরা দাস!

দুঃখ হয়, একদিন মরণে করিয়া অতিক্রম
উত্তরিল যেই জন মৃত্যুর অতীত প্রাণলোকে,
দিশাহারা সেও আজি, তারো চোখে লেগেছে বিভ্রম,
পচা শবে প্রীতি তার বিপরীত চিতার আলোকে!

আরো যারা একদিন সুবিপুল প্রাণের স্পন্দনে
জাগিয়া কাঁপিয়াছিল ঊর্দ্ধশিখা প্রদীপের মত,
তারাও আবদ্ধ হায়, ক্লেদ-পঙ্ক-শবের বন্ধনে
বিস্মৃতির তমসায় কৃমিকীট জয় গান-রত।

'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে'—আমরা ছিঁড়িব মায়াজাল,
আপনা-বিস্মৃত যারা প্রাণ পাবে তীব্র কষাঘাতে।
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি, বিদারিয়া মৃত্যুর আড়াল,
থাক্ শিবা-সারমেয়-কৃমিকীট, ক্ষতি নাই তাতে।

—

বন্দনা

অয়ি নারী, তব কি রীত এ,
ধাঙ্গড় নিয়ে রঙ্গ করিছ মোরা মরি মহামারীতে।
অভাব তাদের করিছ সৃষ্টি আনিয়া ভাবের বন্যা।
পূজিছ মস্কো লেনিনোগ্রাদে দীন বাঙলার কন্যা।
অয়ি নারী, তোমা বন্দি'—
ইঙ্গিতে তব ধাঙ্গড় সাথে কর্ত্তার হোক্ সন্ধি। (ধ্রু)

আমরা কাঙালী অধম বাঙালী বুঝি না ক' গণপন্থা,
আছি কোনোমতে বাঁচিয়া জগতে সামালি ছিন্ন কন্থা।
মোরা গৃহস্থ মধ্যবিত্ত কেরাণী অধম ঘৃণ্য,
আছয়ে ভড়ং ভদ্রের ঢঙ নাই কিছু তাহা ভিন্ন।
আয় সামান্য, দু বেলা অন্ন জোটাতেই হয় কষ্ট,
জুতা ও বস্ত্র—দুই নিরস্ত্র তাহা যে অতীব পষ্ট।
পাওনা উপরি আছে ঘড়ি ঘড়ি সাহেবের মুখখিস্তি,
আমাদের চেয়ে সুখে প'রে খেয়ে রয়েছে ধাঙ্গড় ভিস্তি।
তাহাদের ল'য়ে এ দিগ্‌বিজয়ে বল বল দেবি ফল কি ?
যারা চিরকাল হতেছে নাকাল পায় না কোথাও কল্‌কি—
তাদের চেতায়ে, হইলে নেতা হে লভিবে স্বর্গ নিত্য,
পিষিছে সকলে মুষলোদূখলে কেরাণী মধ্যবিত্ত।

তাহাদের গতি না করিলে সতী, ঘট ঘট ফাঁকা ধর্ম্ম—
গরীব কেরাণী মরে মহারাণী, ধাঙ্গড় ছাড়িলে কর্ম্ম।
ধনী কর্ত্তার সাফ ঘর দ্বার দেখায়ে অষ্টরম্ভা,
পড়িলে বিপাকে বিনা হাঁকডাকে হেথা হ'তে দেবে লম্বা।
মরিতে আমরা কেরাণী দামড়া বাঁচাও তোমার প্রীতিতে,
তোমার সালিশে ঘুচুক নালিশ-এ আবার পূর্ব্ব ছিরিতে
হাস্থক নগরী, বাঁধিয়া পাগড়ী ধাঙ্গড় লাগুক কর্ম্মে—
নহিলে মা, কিরা দিব কেরাণীরা পতিত হইবে ধর্ম্মে।

——

বিপরীত

পাকা গুটি সব গিয়াছে কাঁচিয়া
খেলা হ'ল ফের স্থুরু।
দাড়ি যে গজায় গণ্ড চাঁছিয়া
'দেড়ে'র সে হ'ল গুরু।
তরুণ নামের আহা কি বাহার,
ননী হ'ল গ'লে, পাথুরে পাহাড়,
লোম আর পাখা খসেছে যাহার
মন তার উড়ু উড়ু;
কিশোরের প্রেমে অতি-বৃদ্ধার
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু।

দোতলার লোভে তিলে তিলে তাল
বেতালা হইল যার—
বাহাত্তরে সে কয়, 'খোলা-চাল,
মরি কি চমৎকার!'
টাকার গন্ধে যে বিকালো নিজে,
মাটির গন্ধে সে যে ভিজে ভিজে,
দীক্ষা লইয়া পুনঃ দেব-দ্বিজে

ভক্তি করিল সার,
অহেতুকী প্রেম, আজো শুনিনি যে—
ও পাল পূজারী তার।

যত তরুণের হয়েছে পাণ্ডা
বৃদ্ধ আফিম-খোর,
মড়ার হস্তে ঝড়ের ঝাণ্ডা—
সন্ধ্যার হাতে ভোর!
আব্‌গারী গায় যৌবন-গান,
ভাঁটার টানেতে নামিছে উজান,
কুমোরের চাকে পেল আজ স্থান
যে মাটি খেয়েছে পোড়;
শিরদাঁড়া যার ভেঙে খান খান—
সে খাঁটি নও-কিশোর।

ঝুনো-নেয়াপাতি নয়া-তারুণ্য,
অপরূপ মাতামাতি।
ভরাট হতেছে বেবাক শূন্য,
সাদা, কালো রাতারাতি।
যত বুড়া, ঝুটা তরুণের সুরে
সাধিয়া ফিরিছে কিশোরী বধূরে,—
করিছে রটনা নিকটে ও দূরে—

তাহারা নাতির নাতি,
সব তেলটুকু যার গেছে পুড়ে—
সে চায় জ্বালাতে বাতি।

ধন্য এদেশ অতিপুরাতন,
সবই হেথা বিপরীত,
আকাশ দেখিছে মাটির স্বপন,
উপুড় কহিছে চিৎ!
পাউডার শুধু উঠে উঠে আসে,
মৃত্যু দেয় যে উঁকি নিঃশ্বাসে,
পরচুলা খসে দমকা বাতাসে,
নেশা কাটে, ধরে শীত।
যত পড়ে ধরা হাঁপে আর কাশে,
তত ক'সে গায় গীত!

—

যুগান্তর

আকাশ জুড়িয়া বাজিছে কাঁসর,
থম থম করে বসুন্ধরা,
একা শঙ্কর জাগিছে বাসর,
মহাকালী হ'বে স্বয়ম্বরা!
মৃত শবদেহে রক্ত নাহিক, শোণিত নাই—
রুধির-পিপাসু রসনা শ্যামার লেলিহ তাই;
জ্বলে দাউ দাউ চিতা, শবদেহ পুড়িয়া ছাই—
ঘোর অমানিশি ভয়ঙ্করা;
একেলা মহেশ জাগিছে বাসর,
মহাকালী হবে স্বয়ম্বরা!

*

নাগ-অর্জ্জুন রসায়ন ছাড়ি
রসিয়া উঠিল কাব্যরসে—
Flood-রিলিফের খলিফা বেচারী
ময়লা শেলেটে ছন্দ কসে!
সকল হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া হ'ল, একটি বাকী—
খদ্দর গেল, চরকাও গেল, আজো একাকী!
ওমর খায়েমে ভজিল তবও এলো না সাকী—

আঁধার নিশীথে তারা যে খসে।
সব-রিলিফের খলিফা বেচারী
ময়লা শেলেটে ছন্দ কসে।

*

ননীর পুতুল হঠাৎ হাঁকিল,
‘আমিই করিব লড়াই ফতে’,
জোরে কথা বলা বারণ যে ছিল,
ব্যথা চেগে ওঠে পুরানো ক্ষতে।
মায়েরা কাঁদিল বৎসবিহীনা গাভীরা যেন—
মেয়েরা সাধিল, এত লোক আছে তুমিই কেন—
মাথা নাড়ি কয়, ‘ঘরে থাকা নয়, লড়িব হেন—
গাহিব সজল-গজল গতে।’
জোরে কথা বলা বারণ আছিল—
ব্যথা চেগে ওঠে পুরানো ক্ষতে।

*

জন্মদিবসে ধোপার গাধায়
কে দিল সোনার দোয়াত-দানি,
কে জানি ফেলিল পাইয়ের গাদায়
নামধামহীন ঘসা দোয়ানি।
ঘসা তবু তার জৌলুষ ফোটে নাকের ডগে,
শিরায় শিরায় কাঁপন লাগিল, রগে ও রগে—
সভা হ’য়ে গেল সমারোহ করি কাগে ও বগে—

কত বক্তৃতা-রস-চোঁয়ানি !
ধন্য হইল পাইয়ের গাদায়
নামধামহীন ঘসা দোয়ানী !

*

আকাশ জুড়িয়া বাজিছে কাঁসর
থম থম করে বসুন্ধরা,
একা শঙ্কর জাগিছে বাসর—
মহাকালী হ'বে স্বয়ম্বরা ;
মৃত শবদেহে রক্ত নাহিক, শোণিত নাই—
রুধির-পিপাসু রসনা শ্যামার লেলিহ তাই ;
জ্বলে দাউ দাউ চিতা, শবদেহ পুড়িয়া ছাই,
ঘোর অমানিশি ভয়ঙ্করা—
একলা মহেশ জাগিছে বাসর
মহাকালী হবে স্বয়ম্বরা !

———

ধ্বজা

উড়িল ধ্বজা—
একদা প্রভাতে ঘুম ভেঙে উঠে
দেখিল ভজা—
পথে পথে ওঠে জোর কলরব,
ছাতে ছাতে হয় ছাত্রোৎসব !
বাঁশের ডগায় ধ্বজা শোভা পায়
বাহা রে মজা !—
লোহিত সবুজ সাদা তিন রঙে
রঙীন ধ্বজা।

রগড়ি আঁখি—
দেখিল, তবুও দেখা যায় দেখে—
খেঁদীরে ডাকি—
শুধাইল ভজা, 'ব্যাপার কি আজ—
আসিবে এখানে কোন্ মহারাজ ?
লাহাদের ইয়ে, তারি আজ বিয়ে ?'
সুরেতে নাকী—
খেঁদী কয়, 'আজ স্বাধীন দিবস'
তা জান না কি ?"

চমকি উঠি
থতমত ভজা সদর বাহিরে
আসিল ছুটি !
দেখে পথে লোক খুসী ভরে চলে,
কেউ একা একা, কেউ দলে দলে—
দেশী গোরাদল দিতেছে টহল—
নাহিক ক্রুটি,
মোড়ে মোড়ে দেখে করে জটল্লা
বাবুরা জুটি !

লাল পাগ্ড়ী
তেমনি দাঁড়ায়ে চৌমাথা 'পরে
'বেটন' ধরি।

যদি বা স্বাধীন, এরা কেন তবে ?
কালো মেঘ যেন নির্ম্মল নভে !
ভজা ভেবে সারা ! করিতে কিনারা,
ট্রামেতে চড়ি,
গড়ের মাঠেতে চলিল ত্বরিতে
শ্রীভজহরি।

ট্রামের ভাড়া
দিতেছে সকলে, সেই পুরাতন
ছাপ্ যে মারা—

স্বাধীন ভারত-মুদ্রা কি কোনো
তৈরী হইয়া ওঠেনি এখনো ?
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভজা রয় চেয়ে
বাক্যহারা,
বিলাতী মুদ্রা সেও দিল শেষে
খাইয়া তাড়া।

পথের ধারে
লাল সার্জ্জেন্ট তেমনি হাসিছে
অহঙ্কারে—
সাহেবেরা যত হাসি হাসি মুখ—
দেশী ধ্বজা দেখে করে কৌতুক—
লাটের প্রাসাদে উড়িছে অবাধে
তেমনি হা রে
'য়ুনিয়ান জ্যাক'—স্বদেশী ধ্বজারে
ভেংচি মারে!

ব্যথিত বুকে—
গঙ্গার ধারে চলে ভজহরি
মনের দুখে!
স্বদেশী পণ্য লয়ে ভারী ভারী
শোভিছে বিদেশী জাহাজের সারি—

ধ্বজা

'য়ুনিয়ান' আঁকা উড়িছে পতাকা
আকাশে সুখে—
বিষাদের কালো ছায়া যে ঘনায়
ভজার মুখে।

হায় রে গাধা,
সবুজ কোথায়, কোথায় লোহিত
কোথায় সাদা!
দেশের বুদ্ধি এখনো সবুজ—
বাড়িয়াছে তবু রয়েছে অবুঝ—
এই এত কাল লাথি খেয়ে লাল
পৃষ্ঠ, দাদা—
দেশের ভাগ্যে জমার অঙ্ক
ক্রমেই সাদা!

ফিরিয়া ঘরে—
ঘরে খিল দিয়ে একা ভজহরি
কাঁদিয়া মরে—
খেঁদীর তখন দীপালিতে মন—
সারা দিন ধ'রে করে আয়োজন;
ভজা ভাবে, হায়, কিসের নেশায়
কি এরা করে—

উৎসব-রত ছেলেরা, জননী
মরিছে ঘরে।

হায় স্বাধীন!
বাহিরে আসিয়া ফেলিল পতাকা
অর্থহীন!
খেঁদীরে কহিল, 'মা মরিছে ওরে,
কি ফল আজিকে উৎসব ক'রে—
আজ আলো নয়—সবই কালোময়
দুঃখ-দিন!
আঁধার পতাকা তোল গৃহচূড়ে
হা পরাধীন!'

ডাকিয়া মাকে
'কি হ'ল দাদার দেখে যাও,' খেঁদী
উচ্চে হাঁকে,
ভজা চেয়ে থাকে শূন্য গগনে
জল ভরে তার দুটি আঁখি-কোণে,
মার্চ্চ ক'রে চলে খদ্দরী দলে,
পথের বাঁকে!
ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে ভজা সেই দিকে
চাহিয়া থাকে!

‘তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে’

১

অন্ধ ঘরেতে বন্ধ ছিলাম,
দামামা উঠিল বাজি’।
পথ বেয়ে লোক দলে দলে চলে,
দধি-গোবরের টীকা ভালে জ্বলে ;
হাম্বায় আর নর-কোলাহলে
চঞ্চল পথ আজি।
‘স্বরাজ এসেছে, এসেছে স্বরাজ’
চীৎকারে সব কণ্ঠ দরাজ ;—
‘স্বদেশে পলায় ভীত ইংরাজ
নিয়ে বুলি ইংরাজী।’
অন্ধ ঘরেতে চমকিনু, যবে
দামামা উঠিল বাজি’।

২

বাতায়ন-পথে দেখিয়া সকলি
বাহিরে দাঁড়ানু আসি’ ;

হাতে হাতে উড়ে স্বরাজ-পতাকা,
চর্‌কা একটি খদ্দরে আঁকা,
মাথাগুলা সব দেখে টুপি-ঢাকা
কেন জানি পেল হাসি।
উল্লাসে চলে রাজপথ বাহি,'
স্বরাজ-নেতার জয়গান গাহি,'
বলে সবে, 'আর নাহি ভয় নাহি
দেশে নহি পরবাসী,
স্বাধীন আমরা স্বদেশে মোদের—
কহে সবে উল্লাসি'।'

৩

বহুকাল ঘরে বদ্ধ ছিলাম
লজ্জায় মুখ ঢাকি'।
'জননীর জয়-যাত্রায় সবে
দলে দলে এস মাত উৎসবে
যার যা শক্তি তাই দিতে হবে,'
বাহিরে কহিল ডাকি'।
রিক্ত হস্তে আসিনু বাহিরে,
নিঃস্বের আজ কিছু ত নাহি রে,
আপনারে আজ বিলাতে চাহি রে,
কিছু রাখিব না বাকী—

জানি নাই কিছু, অন্ধকারেতে
আপনারে ছিনু ঢাকি'।

৪

জনতার সাথে পাশে পাশে চলি
উড়াইয়া পথ-ধূলি,
দেখিলাম সেই পথ পুরাতন,
প্রাচীন ছন্দে নব-আয়োজন,
পথ-ভিখারীর সেই ক্রন্দন,
পুরানো ভিক্ষা-ঝুলি।
সেই কাটাকাটি, সেই হানাহানি,
পায়ে দলাদলি; নেতাদের বাণী
আওড়ায় আর করে কাণাকাণি
পরের কুৎসা-বুলি;
চলিলাম তবু 'জননীর জয়'
উচ্চ কণ্ঠে তুলি'।

৫

মোড়ে মোড়ে দেখি আন পথ বাহি,'
দলে দলে লোক চলে।
কেহ কারে নাহি দিতে চায় স্থান,
এ-ওর কথায় নাহি দেয় কান,

ভিন্ন নেতার নাম জয় গান
ভিন্ন কণ্ঠে বলে।
চৌমাথে এসে থমকিয়া থেমে
কোন্ পথে যাই ভেবে উঠি ঘেমে,
রাম যদু মধু মজে' কার প্রেমে,
ভিড়ে পড়ি কোন্ দলে ?
চিন্তা মিথ্যা ভাবিয়া নিজেরে
ভাসালেম স্রোত-জলে।

৬

পশ্চাতে পড়ে সেই পুরাতন
পরিচিত স্কুল-বাড়ি,
সেই চেনা চেনা ভীম দরশন,
কঠিন করের মধু পরশন,
বিজাতি ভাষায় গালিবরষণ
কোকিলকণ্ঠে তারি।
দলেদলে লোক তেমনি পলায়
শুভ্র স্বদেশী পৈতা গলায়
কেহ আধ-মরা চরণ-তলায়
শ্রীদুর্গা ডাক ছাড়ি।
নবযাত্রায় লভিনু প্রাচীন
পরিচিত স্কুল-বাড়ি।

৭

খদ্দর-বাস ধূলায় লুটায়
ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়।
সে জন-বন্যা বহি' অবশেষে
থেমে গেল এক প্রান্তরে এসে
সভা করি সেথা আজ বসিবে সে
সুবিপুল জনতায়।
সকলের সাথে বসিলাম আমি
স্ফীত বুক স্বতঃ কিছু গেল নামি
ক্ষণপরে সেথা এল সভাস্বামী,
জয়রবে সভা ছায়।
কাদায় সিক্ত হয় শ্বেতবাস
ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়।

৮

বাক্য-চটুলা মহিলারা সব
বসিয়াছে এক পাশে,
লাল-টুপি যত মোস্লেম দল
'গান্ধীর জয়' করে কোলাহল,
স্বরাজপন্থী হিন্দুসকল
স্বরাজের জয় ভাষে।

গাড়ি পথে চলে উড়াইয়া ধূলা,
রাজভক্তের কানে গোঁজা তুলা,
অদূরে দাড়ায়ে সার্জ্জেণ্টগুলা
পুরাতন হাসি হাসে !
সভাপতি বসে সভা আলো করি'
মহিলারা এক পাশে।

৯

চর্‌কা এবং গোমাতার ছবি
আঁকা ছিল পতাকায়।
বক্তারা উঠি জয়নাদ তুলি'
প্রাচীনকালের বাক্য মামুলি
কহিল মিথ্যা কপচান' বুলি,
আশা মোর দূরে যায় !
সভাপতি উঠে করুণ নিখাদে
দেশের লাগিয়া বাক্যেতে কাঁদে,
ভক্তবৃন্দ উচ্চ নিনাদে
তাঁর জয়গান গায়।
বক্তৃতা শুনে ধীরে ধীরে আশা
মনে হতে দূরে যায়।

১০

সকলের সেই একই কথা যাহা—
শুনিয়াছি এতদিন।
'এই এই হ'লে এই এই হবে'
বার বার শুধু এই বলে সবে,
'চাঁদা দাও দাও' শুধু এই রবে
সভা হয়ে আসে ক্ষীণ।
'শহর ছাড়িয়া গ্রামে চল ফিরে
দূর করি দাও বঁধু-বিদেশীরে,
বাক্য-মন্ত্রে আপনারে ঘিরে
জগতেরে ভাব হীন,
স্বরাজ আসিলে হইবে স্বরাজ'
বল ইহা দিন দিন।

১১

ফাঁকা বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া
আসিলাম আমি চলে।
মস্‌জিদ-পাশে হিন্দুরা যায়
থুথু ফেলে যায় মন্দির-গায়,
জাত কুল সব মেরে দিল হায়,
মনে মনে শুধ বলে.

গো-মাতাও দেখি পথের ধারেতে
চামড়া-ছাড়ানো ঝোলানো তারেতে,
সাদরে তাঁহারে ওজন দরেতে
কেনে মোস্লেম দলে।
হিন্দুর সাথে ইস্‌লাম-প্রেম
দেখিয়া আসিনু চলে।

১১

উকীলেরা সবে কাছারীতে ধায়
শাম্‌লা মাথায় দিয়ে।
সাহেবে সেলাম ঠুকিছে কেরাণী
শ্বেত-পদতলে তৈলপ্রদানি,'
আজিও নিজেরে ধন্য যে মানি
পা'র ধূলা শিরে নিয়ে।
লেবেল আজিও সব ঠাঁই হেরি,
চরণে বাজিছে লৌহের বেড়ি,
শোনা যায় আজও ইংরেজ-ভেরী
অম্বর বিদারিয়ে,
উকীলেরা চলে মাম্‌লা করিতে
শামলা মাথায় দিয়ে।

১৩

গলার বহর আজিও কমে নি
পূর্ব্বের মত আছে।
কথা-কাটাকাটি কাগজে কাগজে,
টিকি উড়ে আজও মগজে মগজে,
শ্বেত সাহেবের শ্যাম পদরজে
গোপনে আজিও যাচে।
যুবকেরা আজো তির্য্যকে চায়,
পরের কুৎসা পথেঘাটে গায়,
জটলা পাকায়ে আজো চা-খানায়
হাঁপ ছেড়ে তারা বাঁচে।
মেয়েলি যুবার নাকী-ক্রন্দন
আজিও তেমনি আছে।

১৪

দেশের পণ্য বিদেশীর ঝুলি
আজিও দিতেছে ভরে,
কুটীর-শিল্প স্বপন দেখিয়া
আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয় হিয়া,
কারখানা উঠে এদিকে কাঁপিয়া
এই মৃত্তিকা 'পরে—

ধর্ম্ম-গর্ব্বে আজো শিখা নড়ে,
অর্গল আঁটা আজো ঘরে ঘরে,
ভায়ে ভায়ে আজো সে কুঠার ধরে,
রোগে আজও লোক মরে,
সুমুখে আজিও সেলাম বাজায়ে
পিছনে কুৎসা করে!

১৫

স্বরাজ এসেছে শুনিলাম বটে,
আসিল তা কোন্‌খানে—
ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম ফিরে
হতাশ আশায় অবনত শিরে,
নয়ন মেলিয়া যেদিকে চাহি রে
পুরাতন ব্যথা আনে।
ভুল দলে বুঝি ভিড়েছিনু, তাই
সুখের স্বরাজ চোখে দেখি নাই,
ঠিক পথ কোথা খুঁজিয়া যে পাই
কে দিবে সে সন্ধানে—
নত শিরে তাই আসিলাম ফিরে
শঙ্কিত প্রাণে প্রাণে।

১৬

অন্ধ ঘরেতে আবার দুয়ার
বন্ধ করিনু আসি',
বাহির তেমনি চলিয়াছে বুঝি
এর ওর পিছে পথ খুঁজি খুঁজি,
যতটুকু যার ছিল কাছে পুঁজি
মিথ্যা-বাক্যে নাশি'।
মগ্ন হলেম অতীত স্বপনে
অর্গল আঁটি সব বাতায়নে,
নিদ্রা নামিল ক্লান্ত নয়নে
ভুলাল চিন্তারাশি,
অন্ধ ঘরেতে বন্ধ আবার
হইলাম ফিরে আসি'।

—

শ্মশানে

১

বদ্ধ দেহের শিরায় শিরায়
কি ধ্বনি উঠিল বাজি রে ;
ওরে রক্ত আমার উতরোল হ'ল আজি রে।
কে ঘুচাল আজ মনের আগল ?
রক্ত আমার রক্তপাগল,
মঙ্গল শিব নাচিয়া উঠিল
ভীম-ভৈরব সাজি রে !
ওরে রক্ত আমার উতরোল হ'ল আজি রে।

২

এ কি শ্মশানেমশানে ফিরিতেছি আমি
কর্ণে বিষাণ বাজিছে ;
ভৈরবচর চারিদিকে এ কি সাজিছে !
সংসার দেখি প্রেতের আবাস,
ধ্বক্‌ধ্বক্‌ জ্বালা ভীমাট্টহাস
লক্‌ লক্‌ লক্‌ চিতার আগুন

আঁধার শ্মশানে রাজিছে।
ভৈরবচর চারিদিকে এ কি সাজিছে!

৩

এ কি ছিন্নমুণ্ড গড়াগড়ি যায়
রক্ত-মাংস নাহি রে,
শৃগাল শকুনি ফিরিতেছে শব চাহি রে!
হাড়ে হাড়ে কভু ঠোকাঠুকি লাগে,
বাতাসেতে হিহি রহি রহি জাগে,
ছিন্নমস্তা আপন শোণিত
শুষিছে ভিতরে বাহিরে!
শৃগাল শকুনি ফিরিতেছে শব চাহি রে।

৪

এই পিশাচ প্রেতের রঙ্গভূমিতে
গভীর আঁধার মাঝে রে॰
রহি রহি কার ক্ষীণ ক্রন্দন বাজে রে!
কোন্ সে অভাগী হারায়েছে সব,
সুখাবাসে শোনে প্রেত-কলরব;
বুক ফেটে কার ক্রন্দন জাগে
শ্মশান-ঘরের কাজে রে।
রহি রহি সেই ক্ষীণ ক্রন্দন বাজে রে।

৫

যেদিকে নেহারি দেখি লেলিহান
ধ্বংস-আগুন জ্বলিছে,
চিতার আগুনে দেহের মাংস গলিছে!
শ্মশান-গন্ধ বহি বহি আসে,
প্রেতকুল সুখে রহি রহি হাসে,
রুদ্রের ঘোর রক্ত নয়ন
আগুন-শিখায় ঝলিছে—
চিতার আগুনে দেহের মাংস গলিছে।

৬

রক্ত আমার উতরোল কেন
হ'ল উতরোল আজি রে,
সহসা উঠিল রুদ্রবিষাণ বাজি রে!
ফেলিয়াছে ধরা মিছা আবরণ,
ভূত-প্রেত লয়ে নাচিছে মরণ,
ভৈরব তার ধ্বংসের বেশে
হঠাৎ আসিল সাজি রে,
হৃদয়ে উঠিল রুদ্রবিষাণ বাজি রে!

রাম ও রহিম

রাম বলে, 'বেটা ম্লেচ্ছ যণ্ড-খোর,
কসাইয়ের জাত পাষণ্ড অতি ঘোর ;
যবন বধিলে অন্তে স্বর্গে বাস।'
বলিছে রহিম,—'কাফের, বুদ-পরস্ত্—আঃ
তোরে জবাইয়া খাসা বানাইব নাস্তা ;
পড়ায়ে কল্মা বেহেস্ত্ লভিব খাস।'

রাম বলে, 'তোর কাছা নাই পশ্চাতে,
ছাগলের দাড়ি, গাধার টোপর মাথে,
পলাণ্ডু আর রশুন খাবার যম।'
রহিম বলিছে, 'খেয়ে বদবোয় পাঁঠা,
বুদ্ধিতে তোর পড়িয়াছে দেখি ঘাঁটা,—
টিকি ও পৈতে, তুই বা কিসেই কম?'

রাম বলে, 'তোর কোথা বেটা চালচুলো,
পেশা গুণ্ডামী, পর-চোখে দেওয়া ধুলো ;
কসাই মিস্ত্রী কুলী আর কোচোয়ান।'

রহিম বলিছে, 'সে-দিনো ছিলাম রাজা,
টিকি কাটি তোরে সে-দিনো দিয়েছি সাজা ,
আজিও মোদের স্বাধীন ইস্পাহান !'

রাম বলে, 'বেটা তুর্কী বটিস্, ওরে—
বাগ্দী, চাঁড়াল, হাড়ি শুনে লাজে মরে !
বাপ-পিতাম'র ভাঁড়াইতে চাস্ নাম !'
রহিম বলিছে, 'পাদশা আলমগীর
এত দিল মার তবু হ'স্ নাই স্থির ;
তবু বুঝিলি না কি বস্তু ইস্লাম !'

রাম বলে, 'বেটা আছিস্ আমার খেয়ে,
তবুও গর্ব্ব খোরাসান-পানে চেয়ে ;
যার খাস্ তার গলায় মারিস্ ছুরি !'
রহিম চটিয়া বলে, 'আও বেইমান,
ধর্ম্মনিন্দা ? নেবই তোমার জান্—
হিন্দুয়ানীর ভেঙে দেব জারিজুরী !'

রাম বলে, 'বেটা এদিকে আয় না নেড়ে,
নূর কেটে তোর ক'রে দিই আজ বেঁড়ে—
ইস্লামী তোর করিব সাগরপার ।'

কথা নাহি বলি রহিম গফুরে ডাকে,
রামেরে ধরিয়া লাঠি মারে তার টাকে,—
রাম হেঁকে বলে, 'নেড়ে মার, নেড়ে মার।'

রাম-রহিমের যুদ্ধ লাগিল ঘোর,
এর ফাটে মাথা ওর ভাঙে হাড়-গোড়,
শিয়াল-শকুনি করতালি দেয় দূরে,
স্বর্গে আল্লা বলিল, 'হে হরি ভাই,
মিথ্যা কারণে মরে কেন এরা ছাই—
চল কৈলাসে ডাকি গিয়া শম্ভুরে।'

কেরাণী

নহ পিতা, নহ পুত্র, নহ ভ্রাতা, নহ জ্যান্ত প্রাণী—
মসীজীবী, বঙ্গের কেরাণী।
দশ যবে ফস্ ক'রে বেজে যায় তব ঘটিকায়—
ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে প্রাণ, অন্ন দুটি ঠেলে পেট্‌টায়—
হাজিরায় 'লেট' আর সাহেবের খিঁচুনীর ভয়ে,
আঁটিতে আঁটিতে কাছা তালি দেওয়া ছাতাখানি ল'য়ে
ঊর্দ্ধশ্বাসী হ'য়ে—
চুপি চুপি প্রবেশিয়া তীর্থসার আপিসের মাঝে
লাগ নিজ কাজে।

নাসিকার অগ্রভাগে নিকেলের চশমাটি টানি'
ব'সে থাক নীরবে, কেরাণী।
ফাইলের গাদা যত শোভা পায় নয়নাগ্রভাগে—
লিখিতে লিখিতে খাতা, কত কী যে মনে তব জাগে;—
যত্নে কেনা পোনামাছ, পড়ে নাই একখণ্ড পাতে—
হেবোটা দুরন্ত বড় কোনো ফাঁকে ওঠে যদি ছাতে।
এই মাসটাতে—
কত যে খরচ আছে, ত্রিশটাকা মাত্র যে সম্বল।
চক্ষে আসে জল।

বড়বাবু মহা খাপ্পা, অকারণে নিকটে আহ্বানি'
গালি পাড়ে, শুনিয়া কেরাণী,
ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাক, নিরুত্তরে মাথা চুলকাও,
সাহেব আসিছে বুঝি, ক্ষণে ক্ষণে তাই চমকাও।
মেয়েটা অসুখে ভোগে, মাসান্তে যে বাড়ন্ত সংসার—
শুধিতে হইবে কাল মুদি আর তেলওলার ধার,
চিন্তা-পারাবার,
অস্থিসার বক্ষে তব, তবু মুখে আন শীর্ণ হাসি—
সাহেবে সম্ভাষি'।

সর্ব্বনাশ। আপিসেতে ফিস্‌ফিস্ করে কানাকানি,
আপিসের যতেক কেরাণী,
হ'ল বুঝি ষ্টাফাধিক্য, রিট্রেন্‌চ্‌ড হইবে কেহ কেহ,
'আমি না-কি' 'আমি না-কি,' প্রত্যেকেই করিছ সন্দেহ;
দুর্গা-কালী ইষ্টনাম, কার্য্যফাঁকে লহ মনে মনে,
প্রাণঘাতী দৃশ্য কত জেগে ওঠে সজল নয়নে,
খাট প্রাণপণে।
বড়বাবু ইথে যদি কিছুমাত্র হয়েন সদয়,
চাকুরীটা রয়।

নহ তুমি পতি কারো, গৃহ নয় তব গৃহখানি,
তুমি যে গো সামান্য কেরাণী।

স্বামী ব'লে তব 'পরে নাহি কারো কোনো দাবী-দাওয়া,
কাজ তব আপিসের লেজারের খেয়াতরী বাওয়া—
অসুখে কে ভুগে মরে, পথ চেয়ে কাঁদে কোন্ নারী,
অর্থের অভাবে দিন, চড়ে কিম্বা নাহি চড়ে হাঁড়ি—
দেখিবে বিচারি—
তুমি যে কেরাণী মাত্র, নাহি তব সেই অধিকার
ভবে কেবা কার !

আপিসটি সত্য শুধু ; অন্য সব মিথ্যা মায়া জানি'
চলিয়াছ, আপিসে কেরাণী !
নহ তুমি পুত্র কারো, তাড়াতাড়ি না খেয়ে সকালে
যেতে যদি হয় কভু, কারো অশ্রু বহে না দু'গালে,
পিতা তুমি নহ ওগো, সহিবে কে পুত্রের আব্দার,
কন্যা তব নাহি বাড়ে বিবাহের কি চিন্তা তাহার,
বন্ধু কে কাহার—
সার শুধু এ জগতে শ্বেত ওষ্ঠে একপেশে হাসি
সর্ব্ব দুঃখনাশী !

পিতাপিতামহ তব, খেয়ে বুঝি আদাজলপানি
মনে জানি, জন্মিবে কেরাণী
ধন্যিতে তাঁদের বংশ, রেখে গেছে ভূমি কাঠা দেড়
তদুপরি কোঠা এক, বহুপণ্য পর্ব্বজনমের—

বাড়ীওলা মাসারন্তে তব দ্বারে নাহি দেয় হানা ;
চুন বালি খ'সে খ'সে যদিও দুর্দ্দশা হ'ল নানা—
তবু বাড়ীখানা
আছে ব'লে, মস্তকেতে নীলাকাশ ধরে না চাঁদোয়া,
চলে বসা-শোয়া।

ঠুলিবাঁধা নেত্রে তুমি টানিতেছ আপিসের ঘানি,
বলীবর্দ্দ হে বঙ্গকেরাণী !
ঘোরানির ভাবাবেশে চক্ষু দুটি আছ মুদিয়াই,
টানিতেছ অবিরাম, নাহি বর্ষা গ্রীষ্ম শীত নাই—
নাহি রঙ্গ নাহি ব্যঙ্গ শ্যালী নাই নাহিক ইয়ার—
অ্যাকাউণ্ট ক'ষে ক'ষে চক্ষে যবে দেখ আঁধিয়ার,
তবু কি নিস্তার
আছে হায়, যতক্ষণ শীর্ণ দেহে রহে জীর্ণ প্রাণ
নাহি পরিত্রাণ !

তবু তুমি চলিয়াছ আপন অদৃষ্ট তব মানি'—
হে নিরীহ বিশ্বাসী কেরাণী !
রাগ নাই দ্বেষ নাই নাই ঘৃণা নাই অপমান,
কার্য্য-ফাঁকে যদি ভাব কি করিছে পত্নী ও সন্তান
শান্ত দ্বিপ্রহরে গৃহে, নিরুদ্বেগে চশমাটি খুলি'
মুছে ফেলে আঁখিবাষ্প আর আপিসের পূত ধূলি—

লেখনীটি তুলি'
ডেবিট-ক্রেডিট আদি দিস্তা দিস্তা লেখ অবিশ্রাম,
বহে কালঘাম !

বড়বাবু-সাহেবের পদাম্বুজে নিত্য তৈল দানি'
হাসি মুখে চলেছ কেরাণী,
বর্ষ শেষে চিন্তা শুধু, নাহি জানি লিফ্‌ট্‌ হবে কার
বোনাস্ লভিবে কে কে, আশা কানে কহে বারবার
ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন, অন্তরেতে চাপিয়া উল্লাস
ছোটাছুটি আপিসেতে মুখে দ্রুত তুলি তপ্ত গ্রাস
দীর্ঘ বারোমাস—
বিড়ালের ভাগ্যে তবু শিকাখানি নাহি যদি ছেঁড়ে
দেনা যায় বেড়ে !

কিছু রস নাহি কিগো ? কিছু যেন আছে অনুমানি'—
তখনও থাক কি কেরাণী !
রবিবার প্রাতে যবে বস তুমি চায়ের আড্ডায়—
সাহেবের শ্রাদ্ধ কর, মার যত উজীর রাজায়,
দৈনিক 'নায়ক' আর সাপ্তাহিক 'শিশির' পড়িয়া—
আপিস ভুলিয়া যাও, মুক্তি পায় তব বদ্ধ হিয়া
উঠে সরসিয়া,
ফুটবল ম্যাচ, আর ঘোড়দৌড় আসে মাঝে মাঝে
ভুলাইতে কাজে !

তবু তুমি কেরাণী যে, চুকে যায় সব হানাহানি—
নিতান্তই নিরীহ কেরাণী!

শূন্যে তুমি ঝুলিতেছ বোঁটাহীন পুষ্পটির মত,
ন্যুব্জ দেহ দৃষ্টিহীন একাসনে বসিয়া সতত,
গৃহ-পরিজন ভুলি চলিয়াছ মৃত্যু-অভিসারে,
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি আসে সাহেবের কর্কশ হুঙ্কারে
চেন আপনারে—
খাতা আর লেখনীতে জীবনের অনন্ত সাধনা
ইষ্ট আরাধনা!

বিবর্ত্তনবাদ

ধন্য তুমি ডারউইন, ধন্য তব বিবর্ত্তনবাদ,
ধন্য তব পাণ্ডিত্য অগাধ !
প্রচারিলে মহাসত্য, পশুপক্ষী উদ্ভিজ্জ প্রস্তর
চলিয়াছে নিরন্তর
নিম্নস্তর হীন জন্ম হ'তে
শ্রেষ্ঠতর পথে ;
শাখী হয় শাখামৃগ, পাখী হয় বাঘ,
সপুচ্ছ চমরীদেহ লভিতেছে ছাগ,
ব্যাঙাচি হতেছে ব্যাঙ, ব্যাঙ হয় হাতী—
রাজহংস হইতেছে পাতি—
নবাব হইতে যথা শ্রেষ্ঠ তার নাতি।
বানর হতেছে নর, মানুষ দেবতা
বিরাট তালিকা আছে কত লিখিব তা—
ধূলি ছুলি ঢুলি কুলী বুলি গুলী যত
বাক্যে আয়তনে বর্গে বাড়িছে নিয়ত,
কমে না কখনো একতিল—
শ্লীল বেড়ে হতেছে অশ্লীল।
অভাব বাড়িছে নিত্য স্বভাব চঞ্চল,
সরিষা প্রমাণ ফুটা হতেছে প্রবল—

তিলে তিলে পাকাইছে তাল ;
ঘুঁষে ঘুঁষে ফুলিতেছে গাল
পেট হয় ভুঁড়ি—
ষোড়শী যুবতী বৃদ্ধা পার হ'তে কুড়ি
এমনি সর্ব্বত্র হেরি বিবর্ত্তনবাদ
অপূর্ব্ব সংবাদ !

কিন্তু সব চেয়ে হেরি ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চ 'পরে
স্বরাজ্য-অম্বরে
তেজবান্ জ্যোতিষ্কেরা ম্লান হ'য়ে আসে
পরবর্ত্তী তেজীয়ান্ জ্যোতিষ্কের পাশে !
সাহিত্য-যাত্রার মঞ্চে একই ইতিহাস,—
বঙ্কিম-রবীন্দ্র-মধু-দীনবন্ধু-কীর্ত্তি হ'ল ফাঁস,
কোন্ তলে তলাইয়া গেল যে তাহারা—
যেমনি সাহারা
লুকায়েছে নিজ গর্ভে উত্তাল জলধি
গিরি-নদ-নদী,
তেমতি আজিকে যত ধূরন্ধর সাহিত্যিক দল
নির্ম্মম অটল
তেজপুঞ্জ-সূর্য্যতেজ রবীন্দ্র-বঙ্কিমে—
'মেঘনাদ' মধু আর দীনবন্ধু 'নিমে'

আবরিল ধূমপুঞ্জ-তেজে—
লেপে মুছে একাকার হইল সবে যে—
বঙ্কিমে ফেলিল পুঁতে ফণীন্দ্র, সুরেন—
গিরিশ ও দীনবন্ধু দোঁহে মরিলেন
অপরেশ-শাণিত ফলকে—
ঝলকে ঝলকে
উগারি কবিত্বপ্রভা রবীন্দ্রকে এতটুকু করে দিল আজ—
ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিস্তম্ভ-পাশে যথা তাজ
প্রেমেন্দ্র নজরুল আর অচিন্ত্য মহান—
বুদ্ধদেব জ্বল-জ্বলায়মান—
কত আর কব—
সুশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ তেজে অভিনব
উঠিলেন অভ্রভেদী হ'য়ে
অবনীন্দ্র নন্দলাল গেল হায় ব'য়ে।

থাক্ শিল্প কাব্য-কথা থাক্—
হয়েছি নির্ব্বাক—
পলিটিক্সে ভারতের উন্নতি হেরিয়া—
দশ হাত বার হস্ত ফুলে ওঠে হিয়া!
নরোজী গোখলে রাসু অরবিন্দ তিলকের কাল
অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের কিবা ছিল হাল!

বিবর্ত্তনবাদ

স্থরেন্দ্র প্রভৃতি সবে হয়েছেন কেঁচো
শাঁখচুন্নী হস্তে যথা পেঁচো।
কংগ্রেস জ্বলিত আগে ট্যামটেমি প্রদীপের মত
নেবে নেবে ভয় যে সতত--
স্বরাজীর ঘৃতে আজ জ্বলিতেছে স্থমহান তেজে
বিদেশী ইংরেজে তাঁরা মহানন্দে ভেজে
করিছেন মুড়ি,
ইংরেজী গুমোর ফাঁক ফেঁসে গেছে যত জারিজুরী—
কংগ্রেস-মণ্ডপ-তলে জোড়-হস্ত দাঁড়ায়েছে তারা—
গরু বৎসহারা!

ভারত কংগ্রেস আজ বাঙলার ক্রীড়ার পুত্তলি
স্বরাজ্য-ফণ্ডের থলি
আত্মহারা কাহার সিন্দুকে—
বিশ্বাস করি কি মোরা বলে যা নিন্দুকে?
স্থরেন্দ্র বিপিন মতি অরবিন্দ শিশির যেখানে
আনন্দ উমেশ চিত্ত বক্তৃতা বাখানে
সেথা আজ থরে থরে উঠিয়াছে মহারথী কত—
বসন্ত প্রতাপ শ্রীশ বিধান প্রমথ
জব্বর নজরুল
শশিকান্ত স্থূল—

হ্যাংলা বিজয় আর হেমন্ত কাঙাল
শচীন্দ্র বাঙাল,
খাঁখাঁ মরুভূমি মাঝে শ্রীদেবেন্দ্র খাঁ—
দেখে শুনে হইয়াছি হাঁ।

পুরাতন কাল হ'ল গত,
মেম্বর-ফলের ভারে আজি অবনত
কংগ্রেস পাদপ কিবা শোভিছে সুন্দর—
মোর হ'য়ে চাঁদা দেয় স্বরাজীর চর—
মোর ভোট—তাও দেয় তারা—
ধন্য তুমি ডারউইন ধন্য তব বিবর্ত্তন-ধারা—
ধন্য জেম সেন,
সন্তোষ কুমারী ধন্যা—আরিফ হোসেন,
জয় তু শঙ্কর—
মানুষ দেবতা হয়, মানুষ বানর—
অর্থগুণে গো-স্বামীও মানুষের নেতা—
শৈলাবাসে স্বরাজীর অঙ্কশায়ী শ্বেতা—
ধন্য বঙ্গ দেশ,
চক্ষেতে বাঁধিয়া ঠুলি ঘানি টানে বেশ।

———

ইন্দুর-বধ

(মহাকাব্য)

তির্য্যক্‌বেগে আসি স্পর্শিল মেদিনী
সূর্য্যের রশ্মির বেগবান্ তীর যাই,
রাত্রির যাত্রা হ'ল শেষ যামিনী,
তূর্য্য উঠিল বাজি গির্জ্জায় গির্জ্জায়॥
শৌর্য্যের বীর্য্যের পরীক্ষা হবে আজ
ভর্জ্জিত ডিম খেয়ে গর্জ্জিল বীরদল
বজ্রের তর্জ্জনে। সাড়া পরে 'সাজ সাজ,
চর্ম্মের বর্ম্মের সজ্জায়।' অঞ্চল—
চঞ্চল নারীদের ঝর্‌কায় দেখা যায়,
উদ্যান-কুঞ্জে গুঞ্জরে না ক' পিক ;
নূপুরের শিঞ্জন মিলে যায় পায় পায়,
লম্ফন ঝম্পনে কম্পিত চারিদিক।
উল্লাস হিল্লোল কল্লোল গোলে আর
তৈরী বৈরী বধে গৈরিক বসনে,
গ্রাহ্য করিতে হ'ল সহ্যের সীমা পার,
কার্য্য ধার্য্য করি নাও অরি শাসনে।
বিপক্ষ পক্ষে রক্ষা যেন না পায়,
তণ্ডুল ভক্ষণে ভণ্ডুল করে সব—

বঙ্গরণভূমে

কর্ত্তন করে' সব নর্ত্তন করে' যায়,
রাত্তিরে চিত্তির—দিন্‌ভর কলরব !
নির্দ্ধারণ কর উদ্ধার-উপায়ের,
ক্রুদ্ধ হয়ে কর রুদ্ধ এ শত্রু
মন্থিয়া শাস্ত্র ও গ্রন্থ পুরাণের,—
শয্যা ও সজ্জা কেটে করে শক্তু ;
জাগ্রত হয়ে সবে ব্যাগ্র বেগে ধাও
শিকারীর দল যেন ব্যাঘ্রের হননে,
সিন্ধুক হতে কেহ বন্দুক হাতে নাও
কন্দুক সম, চল সম্মুখ রণনে ।'
ইন্দুর বধিতে যত বীরবৃন্দ
ক্রোধ ও বিক্রমে সিন্দুরবর্ণ,
নির্জ্জরগণ যেন চলে সহ ইন্দ্র
জর্জ্জর করিবারে পক্ষী সুপর্ণ।
কর্ণেতে কুণ্ডল ঝলমল স্বর্ণের
তূর্ণ পূর্ণ আশা হবে অরি চূর্ণি,
মার্জ্জিত গাত্রে বর্ম্ম যে পর্ণের
গর্জ্জনে অম্বরে তোলে বাক্‌ ঘূর্ণি !
গাণ্ডীব টঙ্কারে ঝঙ্কৃত নভোতল,
শঙ্কিত কুরঙ্গ, বিহঙ্গ কুলায়ে,
জঙ্গলে ভুজঙ্গ চাহে নিজ মঙ্গল
মর্ত্ত্যের গর্ত্তে সত্বর পলায়ে ।

হৈ চৈ রৈ রৈ 'কই কই' 'অই অই'
বক্র হ'য়ে সবে আক্রমিতে ধায়,
অঙ্গনে অঙ্গনা ছোঁড়ে মঙ্গল-খই
পুণ্যী গিন্নী যত সিন্নীছে দরগায়।
বিজ্ঞলোকে বলে ইন্দুর-যজ্ঞ
পরীক্ষিৎবৎ পরীক্ষা করিতে,
ক্লিষ্ট ধৃষ্টে কর, কহে যত অজ্ঞ,
রাত্তিরে জাঁতিকল রাখ পাতি ধরিতে।
সজ্জিত সজ্জায় মার্জ্জিত গাত্রে
গম্ভীর হুঙ্কারে টঙ্কারে বীরদল,
'সদ্য বিহিত চাই অদ্যই রাত্রে
ঘন্টিয়া মণ্ডল গৃহে ডাক দল বল।'
সভাতলে দলে দলে কোলাহলে চলে দল
রিক্ত হস্তে বসে মৃত্তিকা আসনে—
মণ্ডলাকারে,—পরে এল সেথা মণ্ডল,
গম্ভীর হল সভা ইন্দুর-শাসনে। •
শক্ত বাকে বকে বক্তৃতা বীরগণ—
কেহ কহে, 'লেজ কেটে তেজ দাও কমায়ে—'
'ভিড় করে গির্জ্জাতে কর এই স্থির পণ—
পিছু ভেবে কিছু কেহ নাহি রেখো জমায়ে—'
'—পেটে মার চেটে চেটে কিছু যেন নাহি পায়',
'—বিষ দিয়া ধ্বংসিয়া কর নির্ব্বংশ—'

'ভার্য্যার মত নিয়ে মার্জ্জার নিয়ে আয়
পণ্ডিল খেয়ে খেয়ে তণ্ডুল অংশ।'
স্তবকে স্তবকে হ'ল প্রস্তাব কত যে
ঘুসাঘুসি ঘুষাঘুষি ভুঁড়ি কত ফাঁসিল
রাগারাগি ভাগাভাগি নিয়ে মতামত যে,
ঘর্ম্মে বর্ম্ম নীচে চর্ম্ম যে ভাসিল।
সমাপ্ত কার্য্য ধার্য্য কিছু না হোক্
বক্তৃতা শুনে দেখ মৃত্তিকাগর্ত্তে
ইন্দুরদলে করে কান্দিয়া মহাশোক
জব্দ স্তব্ধ হয়ে প্রস্তাবসর্ত্তে।
'গৃহে চল গৃহিণীর দূরিবারে চিন্তা
অন্ন ও ব্যঞ্জন খেয়ে হও ধন্য,
শত্রুরা রাত্তিরে না নাচিবে ধিন্‌তা
প্রস্তাব না মানিলে ব্যবস্থা অন্য!'
রাত্তিরে পুনঃ সেই কুট্ কুট্ খুট্ খুট্
পুনঃ হল সভাডাকা প্রস্তাব হল ফের,
ইন্দুরদল গৃহে নির্ভয়ে দেয় ছুট,
প্রস্তাবে প্রস্তাবে বাক্যের চলে জের।
বক্তৃতা সাক্ষ্য দৈনিক কাগজে
ইন্দুর-সৈনিক নেয় নি ক অন্ন,
সিন্দুর আছে ঠিক গিন্নীর মগজে,
জিহ্বায় আছে ধার—ভগবান ধন্য।

—

সাবেকী

গদাই চালে চল্‌ছি মোরা
সাবেক কালের পথে—
ঠুলি বাঁধা কলুর বলদ মত,
ভাবনা নাহি চিন্তা নাহি
চল্‌ছি কোনো মতে—
সইছি পিঠে পাঁচনবাড়ি যত।
পরের লাগি সর্ষে পিষি
ঘরের ঘানি টেনে,
পরের পায়ে ঢাল্‌ছি খালি তেল—
মোদের ঘরের গাছের থেকে
নিত্যি পেড়ে আনি
মোদের মাথায় ভাঙ্‌ছে কাঁঠাল বেল।
বাঁধা পথের চাকার দাগে
ভাবের চাপে চলি
অলস ভাবে মিট্‌ মিটিয়ে চাহি—
খুশীর আঘাত সইছি পিঠে—
লেজুড়ও দেয় মলি
সখের বলদ-জীবন সুখেই বাহি।

আহার পেটের জুটছে না আজ
নেই ক ক্ষতি মোটে,
খেয়েছি কবে সেইটি আছে মনে—
আঁধার গোয়াল-ঘরে সবে
বসিয়া এক জোটে
মিটাই ক্ষুধা স্মৃতির রোমন্থনে।

কুরুক্ষেত্র

[পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইয়াছে। অক্ষক্রীড়ায় পরাভূত যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির সহিত যে পণে বদ্ধ ছিলেন তাহা রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত পাণ্ডবেরা এখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু লোকপরম্পরায় দুর্য্যোধনাদির পাণ্ডবকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করার কথা যুধিষ্ঠিরাদির কর্ণগোচর হইয়াছে। জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র যে দুর্য্যোধনের কথার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না পাণ্ডবেরা তাহাও বুঝিয়াছেন, তবু বিশেষরূপে কৌরবগণের মনোভাব বুঝিবার জন্য যুধিষ্ঠির ধৌম্য-পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন সভামধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সম্মুখে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমাণভূমিও দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সঞ্জয় প্রমুখাৎ যুধিষ্ঠিরাদিকে এই সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধনের নিকট প্রেরণ করা বিবেচনাসঙ্গত মনে করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাও উপস্থিত আছেন।]

যুধিষ্ঠির ॥ আমি সব মানি বৎস, জন্মক্ষণ হ'তে
কৌরব সাধিছে মোর পরম অপ্রীতি ;
পারি না ভুলিতে তবু কুরু-পাণ্ডুদেহে
বহে এক রক্তধারা, ভুলিতে পারি না
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত, গান্ধারী জননী !

ভীম ॥ তব সনে যুক্তি মোর নহেক শোভন
মহারাজ, স্মরণ করাই শুধু কথা
অতীতের ; ক্রূর দুর্য্যোধন আশৈশব
মৃত্যুশেল চেয়েছে হানিতে, পিতৃহারা
বন্ধুহারা পাণ্ডবের বুকে ; বিষদানে
দেহ মোর করেছে জর্জ্জর, জতু-গৃহে
সুপ্তিঘোরে চাহিয়াছে মারিতে দগ্ধিয়া—
কর্ণেরে করিছে প্রীতি, শুধু পাণ্ডবের,
অকল্যাণ করিয়া কামনা।

যুধিষ্ঠির ॥ জানি বৎস।
তবু মোর অন্তরের অন্তস্তল খুঁজি—
তিল হিংসা নাহি পাই কৌরবের লাগি—
সহোদর নহে তারা, তবু তারা মোর
সোদর অধিক, ভায়ে ভায়ে এই দ্বন্দ্বে
প্রাণ মোর নাহি দেয় সাড়া।

অর্জ্জুন ॥ মহারাজ,
ভা'য়ে ভা'য়ে নহে যে সমর—তার আছে
শেষ ; যুদ্ধ শেষে বিজিত ও বিজেতায়—
প্রীতিবন্ধ নহে অসম্ভব ; কিন্তু যবে
ভাই আসি ভায়ে দেয় হানা, একই রক্ত
দুই ভিতে উঠে গরজিয়া, এক বীর্য্য
এক শৌর্য্য ভিন্ন মূর্ত্তি ধরি মতাবাণ

হানে পরস্পরে, সে যে ভয়ঙ্কর অতি!
মৃত্যু আসে, হিংসা তবু মরিতে না চায়।
ধর্ম্মরাজ তুমি, আপনি সুযুক্তি বুঝি
নির্দ্ধারণ করিবে যেমতি, দাসরূপে
মানিব তাহাই, মানিয়াছি এতকাল
সুদিনে দুর্দ্দিনে ; তুমি ভ্রাতা তুমি পিতা
চারি পাণ্ডবের, তবু কেন নাহি জানি
মনে হয় বৃথা এই সন্ধির সূচনা!
ঘটিবে সমর—মোর নাহিক সংশয়—
জয় পরাজয় মাত্র ললাট-লিখন।

যুধিষ্ঠির ॥ বীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা ভুবনবিজয়ী—
সত্যসন্ধী অকপট ভাই বৃকোদর
বিক্রমে অতুল, নিজে কৃষ্ণ ভগবান
সহায় আমার—যুদ্ধ ভয়ে ভীত নহি,
যুদ্ধ শেষে কি ঘটিবে হেরিতেছি আমি—
ভীতস্তব্ধ হ'য়ে মম মানস-নয়নে—
শুধু নহে কুরু-পাণ্ডু-চন্দ্রকুলক্ষয়—
আমি হেরিতেছি, পার্থ, ভারত ব্যাপিয়া
জ্বলিতেছে চিতানল, শ্মশান-আগারে।
শবলুব্ধ শ্যেন আর শিবাশার্দ্দূলের
ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকার কর্ণে
মোর পশিতেছে আসি ; দাবানলে

ভস্মসার বনানী যেমতি—নাহি পত্র
নাহি ছায়া শুষ্ক মরু সম ;—দিকে দিকে
মৃত্যুর ভৈরব, শোণিত-তাণ্ডব তথা
অবিশ্রাম নাচিতেছে নয়নাগ্র ভাগে—
রুধিরাক্ত ধরিত্রীর দেহ, পর্য্যুষিত
নিখিল মেদিনী ! পরিণাম হেরি নেত্রে,
ভুলিয়াছি সমর-বাসনা। আমি ভাবি
কে আমারে দিল অধিকার, রচিবারে
শ্মশান-শয়ন এই দীপ্ত হর্ষভরা
মিলন-বাসরে ! সতী হবে পতিহীনা,
রাজ্য রাজাহীন, ক্ষুদ্র অভিমান লাগি·
ধরণীরে করিব শ্মশান, মিথ্যা এই
রাজ্য-লোভে মানবের করিব দুর্গতি !

অর্জ্জুন ॥ যা বলিলে মিথ্যা নহে পাণ্ডবের নাথ,
বুঝিছ যা ইষ্ট বলি—সাধহ তাহাই ;
কিন্তু তবু ক্ষত্রিয়ের বাহু, ক্ষণে ক্ষণে
প্রতিহিংসা মাগে—শৌর্য্য ওঠে গরজিয়া
অন্তরে অন্তরে,—অবোধ অজ্ঞান আমি
ক্ষমহ আমারে।

ভীম ॥ সেই ভাল ধর্ম্মরাজ,
নির্ব্বিরোধে রাজ্য-অংশ যদি ফিরে পাই—
আপনার বাহুবলে করিব প্রসার।

হানাহানি লোকক্ষয় নররক্তপাত,
দিকে দিকে হাহাকার, নহে প্রার্থনীয়।
সন্ধি হোক্ যাক্ কৃষ্ণ কৌরবআলয়ে,
মাগিয়া আনুক মাত্র পঞ্চ ক্ষুদ্র গ্রাম—
পঞ্চ ভাই মহাসুখে করিব বসতি।

যুধিষ্ঠির॥ প্রীত হইলাম বৎস তোমার বচনে ;
হে কৃষ্ণ পাণ্ডব-সখা, যাও হস্তিনায়—
যথারীতি কর আচরণ, যুদ্ধে মোর
নাহি প্রয়োজন। মহারাজ দুর্য্যোধনে
বলিবে বুঝায়ে—যুদ্ধকার্য্যে পাণ্ডবের
নাহি অভিলাষ ; অর্দ্ধরাজ্য নাহি দেয়
যদি আসমুদ্র ক্ষিতিপতি, পঞ্চগ্রাম
মাগি লহ ; ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ধরি
নিবসিনু মহা সুখে অরণ্য-গহনে,
রাজ্য-দুঃখ মনে নাহি গণি, কিন্তু তবু
মাঝে মাঝে মনে পড়ে পাণ্ডুরাজ-কথা—
জনক মোদের আছিল সাম্রাজ্যপতি ;
মোরা সেই অধিকারে—সামান্য ভূখণ্ড
মাত্র করি যে প্রার্থনা ! কৃষ্ণ সুকৌশলী
চিরদিন জানিয়াছি—কুরুপাণ্ডু-যুদ্ধ—
মহা ঘোর, কৌশলে করহ নিবারণ।

ভীম॥ ওহে পাণ্ডবের সখা, তোমারে সুযুক্তি

দেয় হেন সাধ্য কার, নিখিল ধরার
বল-বুদ্ধি তুমি মাত্র, ভরসা অপার।
তুমি শান্তি করিও কামনা, মিষ্ট বাক্যে
দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত করিও।

কৃষ্ণ ॥ বৃকোদর শান্তি মাগে এ কি অসম্ভব!
ওহে মহাবীর, এ অক্রোধ, মৈত্রী তব
অপূর্ব্ব অদ্ভুত, ভারহীন পর্ব্বতের
মত, তাপহীন অগ্নি যথা ; দূত হ'য়ে
পাণ্ডবের যাই হস্তিনায়—দুর্য্যোধনে
বলিব বুঝায়ে।

সহদেব ॥ আমি শিশুমতি অতি,
বুঝিতে পারি না ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্ষত্রনীতি
আমি বুঝি, ঘোর অপমান ইহা,
দারুণ হীনতা, ক্ষত্র হ'য়ে বিমুখতা
ন্যায়-যুদ্ধে, ফিরে নিতে নিজ অধিকার!
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম, সর্ব্ব-অধিকারচ্যুত
ক্ষত্রিয় যখন শান্তি মাগে শত্রুসনে
সে যে অকল্যাণ অতি, পুরুষের সে যে
ঘোর অসম্মান! আমি, কৃষ্ণ, যুদ্ধ চাই।

সাত্যকি ॥ শুন যদুপতি, স্তব্ধ হ'য়ে হেরিতেছি
পাণ্ডবের এ আত্ম-লাঞ্ছনা। যে কৌরব
প্রতিপদে হানিয়াছে অপমান-শেল—

ক্রূর পরিহাসে নিত্য বিষজর্জ্জরিত
করিয়াছে নিরীহ পাণ্ডবে—আজো হিংসা
তেমতি দুর্জ্জয়। যাবে অক্ষমের মত
মাগিতে করুণা? ধিক পাণ্ডু-পুত্রগণে—
হতবীর্য্য শশক-প্রকৃতি—সহ্য হয়
যদি দেখি হীন নরমনে—কিন্তু পার্থ
গাণ্ডীবী কিরীটী ধনঞ্জয় সব্যসাচী—
সে মাগিবে রাজ্যভিক্ষা কৌরবের কাছে।
বৃকোদর পবনতনয়—তার হবে
এ দুর্গতি। যুদ্ধ মোর অভিপ্রেত—শুন
ধর্ম্মরাজ, কাজ নাই পাঠায়ে কেশবে।

['ঘোরকৃষ্ণা আয়ত-লোচনা যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী' এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবদের ও শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিমুখতা ও ভীমের শান্তিবাক্য শুনিয়া তিনি বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সহদেব ও সাত্যকি যখন যুদ্ধের স্বপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন তখন প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া আপনার আলুলায়িত কুন্তলে তাঁহাদের পদযুগল মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। পরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—]

দ্রৌপদী॥ হে কেশব, তোমাদের মন্ত্রণা শুনিয়া
লজ্জানত হিয়া মোর বেদনা-কাতর।
এই অসম্মান, এই কাপুরুষাচার

শেলসম বাজিল হৃদয়ে, বজ্রসম
আঘাতিল আমার ললাটে। হায় ধর্ম্ম !
ধর্ম্ম শুধু শান্তি সংরক্ষণে ! লাঞ্ছিতের
প্রতিহিংসা, অবমানিতের হতমনে
সম্মানের লাগি কাতরতা—ধর্ম্ম নহে !
ধর্ম্ম তবে যাউক অতলে। এই ক্ষমা—
দুর্ব্বলতা ! অপমান প্রতিদানে এই
প্রীতিধারা, অক্ষমের চিত্তক্ষোভজাত !
এই মৈত্রী-প্রীতি দুর্ব্বলের দেয় ইহা
নহে গৌরবের।

নারী হ'য়ে আমি কাঁদি,
তোমরা পুরুষ হ'য়ে সহিবে লাঞ্ছনা,
তিলে তিলে তুষানলে দহিবে স্বজনে !
অপমান প্রত্যাখ্যানে হায়, নিত্যমৃত্যু
অপমানিতের—সেই মৃত্যু প্রতিদণ্ডে
প্রতিপল ধরি সহিবে তোমরা ? আমি
সহিব না। ভয়ঙ্কর দাবানল সম
জ্বলি ওঠ একটি ফুৎকারে—চিরমৃত্যু
হয় হোক—বুঝিবারে দাও মোরে শুধু
বীরপত্নী আমি, মৃত্যুভয় নাহি করি।
সগর্ব্বে মরিব বীরের মহিষী আমি
সগৌরবে।

হে কেশব, এরি লাগি, হায়,
এতকাল সহিনু যন্ত্রণা, অত্যাচার—
অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে ! এরি লাগি ছিনু
প্রতীক্ষিয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল ধরি !
কি কাজ সাম্রাজ্যে আজ, অরণ্য-প্রান্তরে
বাস প্রার্থনীয় মোর। নাহি অধিকার
যেথা আপন গৌরবে—নিজ শৌর্য্যবলে,
ভিক্ষা করি লভি রাজ্য রহিব সেখানে ?—
আমি কৃষ্ণা, ত্রিভুবনে মোর তুল্যা নারী
নাহি আর, আমি কৃষ্ণা দ্রুপদনন্দিনী,
যজ্ঞবেদী-সমুত্থিতা কন্যা অতুলন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভ্রাতা মোর, তুমি মোর সখা,
চন্দ্রবংশজাত পাণ্ডু-পুত্রবধূ আমি,
পঞ্চ-বাসবের তুল্য এ পঞ্চ পাণ্ডব
স্বামী মোর, জন্মমাত্রে পরিয়াছি ভালে
রাজমহিষীর টীকা।

সেই আমি, মোরে,
কুরুরাজ-সভাতলে কৈল অসম্মান
গান্ধারীর নীচ পুত্রগণ, পঞ্চস্বামী
দেখিল চাহিয়া, খল কর্ণ পরিহাস করি
অপমান-জর্জ্জরিত করিল আমারে ;
দুঃশাসন কেশে ধরি করিল লাঞ্ছনা,

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দাসীপণে কিনিল আমায়।
অত্যাচার জর্জ্জরিত মন, লজ্জা মানি
চেয়েছে মরণ। তবু আজো বেঁচে আছি
প্রতিশোধ করিয়া কামনা। দামোদর,
লাঞ্ছিতা নারীর ব্যথা যে পুরুষ, হায়,
ভুলে অকাতরে, ধিক্ তারে। শতধিক্,
ধিক্ ধনঞ্জয়, মিথ্যা তার গাণ্ডীব ধারণ—
মিথ্যা ধনুর্বিদ্যা তার মিথ্যা বীরখ্যাতি।
ভীমসেনে শতধিক্, কীচকের হস্তে
মৃত্যু এর চেয়ে ছিল ভালো! কাপুরুষ
নির্ল্লজ্জের পত্নী হ'য়ে কে বাঁচিতে চায়!
হা ভারত, ক্ষত্রবীর্য্য নহেক সক্ষম
নারীর সম্মান রাখিবারে! দুর্য্যোধন
দুঃশাসন কর্ণ আদি আজিও জীবিত,
আজো করে পরিহাস রাজসভাতলে
দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা স্মরিয়া; অন্তঃপুরে
আজো কুরুনারী সগর্ব্বে তুলিয়া শির
ভুঞ্জিছে নির্ভয়ে পাণ্ডবের মহিষীর
গাত্র অলঙ্কার।

হে কৃষ্ণ, হে সখা মম,
তুমিও রহিবে নিরুত্তর! বহুবার
রক্ষা তুমি করেছ কৃষ্ণারে, সভামাঝে,

অরণ্য-নিবাসে ; যদি থাকে অনুগ্রহ,
বিন্দুমাত্র কৃপা মোর প্রতি, রক্ষা কর
প্রতিহিংসাকামী এই অক্ষমা নারীরে,
জ্বালাও ক্রোধাগ্নি-শিখা, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
অচিরাৎ ভস্ম হোক সমর-আহবে।

["অসিতপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী' এই কথা বলিয়া 'কুটিলাগ্র সুদর্শন, ঘোর কৃষ্ণ, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগ সদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ' বাম হস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—]

কি দুর্দ্দৈব হেরি আজি ওহে জনার্দ্দন,
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে পাণ্ডবের সখা
শ্রীকৃষ্ণ চলিছে আজি রাজ্য-ভিক্ষা আশে
কৌরবের রাজসভাতলে, কলঙ্কিত
হস্তিনায়। যে করিল চরম লাঞ্ছনা
সহধর্ম্মিণীর অপমান, তারি সাথে
প্রীতি মাগে যেবা, বীরখ্যাতি নহে তার।
হীন পশু সেও শ্রেষ্ঠ, রাখে আপনার
নারীর সম্মান মৃত্যুপণ করি তারা।
যাও তুমি, শুধু কানে শুনি এ মন্ত্রণা
মৃত্যুর অধিক দুঃখ পেয়েছি অন্তরে,
তবু যাত্রাকালে স্মরণ করায়ে দিই,

শক্র যদি হয় সন্ধিকামী, দুর্য্যোধন
বীর, যদি ভুলে ক্ষাত্রধর্ম্ম তব মুখে
শান্তি-বার্ত্তা শুনি, যদি দেয় রাজ্য-অংশ,
একবার আনিও স্মরণে সভামাঝে
দুঃশাসন-করোধৃত এ কেশকলাপ,
কবরীবিচ্যুত; প্রতিজ্ঞা আমার, কৃষ্ণ,
যে বেণী বন্ধন উন্মোচন করিয়াছি
ত্রয়োদশ বর্ষ আগে, বাঁধিব না তাহা
দুঃশাসন-হৃদিরক্তে তারে না সিঞ্চিয়া।
সন্ধি হোক্ কুরু-পাণ্ডুদলে; বৃদ্ধ পিতা,
আমি তারে সাজাব সমরে; ভীমার্জ্জুন
হোক দীন ভিক্ষা-অভিলাষী; পঞ্চপুত্র
মোর, পুত্র সৌভদ্রেরে রাখি পুরোভাগে
করিবে সমর-যাত্রা হানিতে কৌরবে;
স্ত্রীর অপমান উপেক্ষিতে পারে স্বামী
যদি হয় কাপুরুষ, মা'র অসম্মান
সন্তান পারে না সহিবারে, হীন হোক্,
ক্ষুদ্র হোক, হোক বলহীন! মোর মান
রাখিবে নির্ভয়ে আমার সন্তানগণ।
শান্তি নাই চিত্তে মোর যতকাল আমি
নাহি হেরি দুষ্ট দুঃশাসনে, ছিন্নবাহু
রক্ত-কলেবর; যে হস্তে আমার কেশ

আকর্ষিয়া বেগে হাসিয়াছে খল খল
দ্যূতক্রীড়া অবসানে রাজসভাতলে
সেই হস্ত-রক্তে মোর সে কেশকলাপ
করিব রঞ্জিত। প্রদীপ্ত পাবক সম
ক্রোধ নিদারুণ ত্রয়োদশবর্ষ কাল
পুষেছি হৃদয়ে, তিলেতিলে আপনারে
দহিয়াছি তুষানলে। আজ শান্তি মাগে
বীর মোর পঞ্চ স্বামী! ক্ষত্র ভীমসেন
ধর্ম্মধ্বজী হ'য়ে আজ শান্তির বারতা
উচ্চারিছে, হৃদে মোর তপ্ত শেল সম
তার বাক্য করিল আঘাত। পত্নী নহি,
মাতা নহি, নহি আমি রাজার মহিষী,
আমি নারী মহীয়সী, চাহি প্রতিশোধ।
হে কেশব, যাও তুমি, শুধু মনে রেখো
দুঃশাসন-হৃদিরক্তে সযত্নে করিবে
তার কবরী-বন্ধন পাঞ্চাল-দুহিতা।

[আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কম্পিত কলেবরে দূরে সরিয়া গেলেন। দ্রৌপদীর বাক্য শুনিয়া ভীম কম্পান্বিত কলেবর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—]

ভীম॥ জনার্দ্দন, ক্ষমা কর, উচ্চারিনু আমি,
ভীমসেন, পবন-তনয়, দ্রৌপদীর
অক্ষম পুরুষ, মিথ্যা শান্তিবাক্য যত!

হের লজ্জানত ওই গগনের ভাল,
ধিক্কারিছে অরণ্য-প্রান্তর, জগতের
পুরুষেরা হেঁটমুখে মানিতেছে মনে
ঘোর আত্ম-অপমান, লাঞ্ছনা হেরিয়া
পঞ্চ স্বামী পাঞ্চালীর। ধর্ম্ম ? ধর্ম্ম নাই
ক্ষত্রিয়ের। প্রতিহিংসা, যুদ্ধে অসিমুখে
অবমাননার শোধ সেই ধর্ম্ম তার !
ধর্ম্মরাজ, ক্ষমহ আমায়, সন্ধি-কথা
কৌরবের সনে—অসম্ভব ! ঘোর পাপ
সন্ধির চিন্তায় ! হের হের মহারাজ,
ক্রোধান্বিতা পাঞ্চালীর উন্মুক্ত কবরী,
বহ্নিজ্বালা পড়িছে ছড়ায়ে অহিমুখে
বিষফেনা যেন ; লাঞ্ছিতা নারীরে তব
কি বলি প্রবোধ দিবে ? মিথ্যা শান্তি খুঁজি
মনে তার জাগায়ো না অতীতের ব্যথা।
যুঁদ্ধ হোক, যুদ্ধ করি পুরুষের মত,
অক্ষুণ্ণ সম্মান রাখি ক্ষুণ্ণ দ্রৌপদীর !

অর্জ্জুন ॥ যুদ্ধ বিনা অন্য গতি নাহি পাণ্ডবের,
ধর্ম্মরাজ, ক্ষমা কর অক্ষম দাসেরে !

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ধন্য তুমি যাজ্ঞসেনী, নারী মহীয়সী,
জগতের নারীকুল মহিমা স্মরিয়া
তব বন্দিবে তোমায় ; তুমি নারী, পত্নী

তুমি, সম্রাট্ মহিষী, ক্ষত্রতেজদীপ্তা
তুমি রাজার জননী। যুদ্ধ ঘোষিবারে
চলিলাম হস্তিনায় আজি। হেরিতেছি
ঘোর যুদ্ধার্ণব কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে,
দ্রৌপদীর কবরীবন্ধন। ধন্য আমি,
হেরিলাম চোখে মহীয়সী রমণীর
মূর্ত্তি তেজোময়ী। ভ্রাতা পারে সহিবারে
ভ্রাতৃ-অপমান, প্রজা পারে সহিবারে
রাজার লাঞ্ছনা, বন্ধু পারে বান্ধবের
হীনতা ও অপমান চিত্তে সহিবারে।
পুরুষ পারে না সহিবারে তেজ-দৃপ্ত
নারীর লাঞ্ছনা, পাণ্ডব পাণ্ডব বটে,
পাণ্ডব পুরুষ, নারী শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাসতী
তার অপমান কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
শোধিবে পাণ্ডব, নারীর মহিমা-কথা
প্রচারিবে নিত্যকাল কুরুক্ষেত্রভূমি।

প্রাচীন প্রাচী

আমরা প্রাচীন প্রাচী,
পৃষ্ঠে বক্ষে চরণচিহ্ন আজিও সমানে বাঁচিয়া আছি !
দক্ষিণ করে শোভিছে লেখনী বাম করে শোভে ছত্রখানি,
নয়নে চশমা, ঠুলি কি তাহাই ? দশটা-পাঁচটা টানি কি ঘা
বাগবিন্যাসে কত মায়াজাল প্রাতে সন্ধ্যায় সৃজন করি,
কত ডিক্ জন পলায়ে বাঁচিল, কত হ্যারী জ্যাক বাঁচিল মরি
নয়নে হলুদ রক্তের ছোপ স্ফুরিত অধরে লাগিয়া আছে,
প্রেয়সীর হাতে সাজা দুটি পান, শোভে তারি লোহু
বুকের কাছে
শিরে টিকি নাই, টিকটিকি বাসা বেঁধেছে মগজে,
পাঁজিতে হাঁ
চলিতে ফিরিতে করি অনুভব আজিও তেমনি বাঁচিয়া আছি

আমরা প্রাচীন প্রাচী,
গ্রীস রোম গেল বিস্মৃতিতলে গর্ব্বিত শিরে আমরা বাঁচি।
কত সভ্যতা ধূলি হয়ে মেশে মাটিতে, প্রত্নতত্ত্ব কথা,
লক্ষ সীজার অযুত ফারাও, কান পেতে শোনে মাটির ব্যথা।

তোমরা কোথায়, জয়গর্ব্বিত, কোথায় রহিল গর্ব্ব তোর,
শতদীপজ্বালা বিলাসকক্ষে চামচিকাদের বসে আসর!
পীরামিড-চূড়ে বসেছে শকুন, স্নান করে কাগ কারাকালায়,
পম্পিয়া উরে ক্ষীণ জোনাকীরা আজি উৎসব-দীপ জ্বালায়!
লেডা যেথা ডিম পেরেছে একদা, সেথা ডিম পাড়ে মশক মাছি,
চারিদিকে ওঠে 'হায় হায়' রব, আমরাই শুধু বাঁচিয়া আছি।

আমরা প্রাচীন প্রাচী,
কত জাতি দেশ মরিয়া নূতন, আমাদের সেই সাবেক ধাঁচই!
ব্রিটন সে কবে মরিয়া গিয়াছে, ইংলণ্ড সে তো আহেলী নয়া,
নূতন গড়িয়া উঠে জার্ম্মানি, প্রুসিয়া কখন পেয়েছে গয়া।
নহে পুরাতন নূতন রুশিয়া, জাপান সেকেলে জাপান নহে,
আমাদের মত বনেদি শোণিত আর কোন্ জাতি শিরায় বহে?
সমাজতন্ত্র মনু-পরাশর জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলা,
হাজার বছর একই ভাবে আছে, অর্জ্জুন শুধু বৃহন্নলা!
দুধটি মরিয়া কভু ক্ষীররূপ, কভু ক্ষীর মরে হয়েছি চাঁচি,
কভু দধি কভু ঘোল, একই কথা, এতকাল তবু বাঁচিয়া আছি!

আমরা প্রাচীন প্রাচী,
বেঁচে আছি কি-না প্রমাণ চাও তো চল কোনারক কিম্বা সাঁচী!
অতীত পাষাণ কীর্ত্তির মাঝে আমরাও আছি পাষাণ সম,
প্রাচীর আলোক আজো করে দূর প্রতীচীর মোহ-অন্ধতম।

আমাদের রবি গান্ধী মোদের জড় পৃথিবীর আত্মা দুটি,
এতকাল মোরা সমানে খেটেছি, না হয় দুদিন লয়েছি ছুটি।
আবার যেদিন মাতিব কর্ম্মে, সকল দুনিয়া নোয়াবে মাথা,
বছরে বছরে জের টেনে চলি, হয়নি বাতিল পুরানো খাতা,
কখনো বাতিল হবে না তাই তো পুরাতনে লয়ে আজিও না
আর সবে গেল রসাতলে, মোরা সমানে আজিও বাঁচিয়া আ

রূপ-কথা

‘উঠহ কন্যা, বিবাহ যে তব,
এ শুভ লগনে পড়েছ ঢুলে,
এসেছে দয়িত সাজে অভিনব,
রচহ কবরী শিথিল চুলে।
বাজিছে শঙ্খ, উঠে হুলুরব,
আকাশ-বাতাস মুখরিত সব
তোমারি লাগিয়া এই উৎসব,
তুমি রহিয়াছ মনের ভুলে!’
ভিজে দয়িতের আঁখি-পল্লব,
কুমারী চক্ষু তবু না খুলে।

কেমনে ঘটিল কেহ নাহি জানে,
সেও জানিল না বিবাহ-রাতি,
পুরবাসীজন শিরে কর হানে,
অট্ট হাসিল উজল বাতি।

মরেছে কি শুধু ঝিমাইছে বালা,
কণ্ঠে এখনো অম্লান মালা,
নাই কি আঁখিতে জীবনের জ্বালা,
মুঠিতলে চাপা সোনার জাঁতি ;
হীরক-দীপ্তি ঝলমল কানে,
সীঁথিতে ঝলিছে মুকুতা পাতি।

সোনার পুরীতে অবারিত দ্বার,
বাধাহীন প'ড়ে সকল ঘাঁটি,
ভাঙে নাই কেহ পাষাণ-প্রাকার,
কোথায় প্রহরী লক্ষ ষাটি !
আলসে কাটায়ে অলস প্রহর,
মাপিছে তাহারা বুকের বহর,
মত্ত আবেশে হাসির লহর
উঠিছে, শতধারা পড়িছে ফাটি !
ক্ষুরধার অসি, শাণিত কুঠার
মাটিতে পড়িয়া হতেছে মাটি।

রাজপথবাট নহে জনহীন,
তবু জনহীন হতেছে মনে,
মন নাহি কাজে বদন মলিন,
পুরবাসী সবে প্রহর গণে।

ভাবিছে কেমনে স্মুখে মুকুর,
প্রেয়সী কাটায় অলস দুপুর,
কি ছন্দে বাজে চরণ-নূপুর,
কেন কাটে সুর ক্ষণে ক্ষণে !
মনে ভাবে কবে শেষ হবে দিন,
ঘটিবে মিলন দয়িতা-সনে ।

কত যুগ হেন কাটিল আলসে
পীরিতি-কলহ ঘুমের মাঝে,
সোনার পুরীতে কত চোর পশে,
কত যে দস্যু বীরের সাজে ;
কন্যার রূপে হ'য়ে জ্ঞানহারা,
প্রেম-নিবেদন ক'রে গেল তারা,
কুমারী কারেও দেয় নাই সাড়া,
আধো-শঙ্কায় আধেক-লাজে,
দ্বারীরা মত্ত বিস্মৃতি-রসে,
পুরবাসীজন পুরীর কাজে !

কন্যার বেশে সাজিয়া কুমারী
যুগযুগ ছিল জাগিয়া বসি,
জানিত দুয়ারে সজাগ দুয়ারী
কোমরে তাদের শাণিত অসি ।

এ ভুল কখন ভাঙিয়াছে তার,
কতজনে আনে প্রেম-উপহার।
কোথায় প্রহরী শাণিত কুঠার—
ভিতর মহলে সকলে পশি'—
করে অপমান, অসহায় নারী,
ভাবে কোথা হায়, দড়ি-কলসী!

যুগযুগান্ত সহি অপমান,
নাহি জানি জ্ঞান হারাল কবে,
অন্ধপুরীর ফুটিল নয়ান,
ঘুম-ভাঙা আঁখি মেলিল সবে!
চমকিয়া জাগি দেখে বিস্ময়ে,
অতিথি এসেছে পুরীর আলয়ে,
ভাবিল সকলে কন্যারে লয়ে,
মাতিবে বিবাহ-মহোৎসবে,
স্বপ্নপুরীতে ওঠে জয়গান,
প্রতীক্ষা বুঝি সফল হবে।

'হায় হায় হায়, এতকাল পরে
দয়িত আসিল মেলহ আঁখি,
এসেছে দয়িত বিধাতার বরে,
হস্তে তাহার বাঁধহ রাখি!'

থমথম করে কুমারী-প্রাসাদ,
পুরবাসীজনে গণে পরমাদ
নিরদয় বিধি সাধে কেন বাদ,
রাজ-অতিথিরে দুয়ারে ডাকি,
যারে চেয়েছিল সে আসিল ঘরে,
কন্যার ঘুম ভাঙিবে না কি ?

———

মাটির গুণ

আলোক দেখে পাখীর কল-কাকলী
ঋষির দেশে হ'ল ঋকের মন্ত্র,
চপল হাসি হঠাৎ গেল থমকি'
সবাই কহে অবাক-করা যন্ত্র !
শৈল হতে চপল পদে সহসা
মাটির বুকে আঘাত হানে ঝর্ণা,
হেথায় এসে হারাল তার স্রোত কি,
শৈবালেতে হ'ল সবুজবর্ণা !
বটের চারা মেলিতে বাহু আকাশে
পড়িল বাঁধা হইল গতিরুদ্ধ।
পথের ধারে বাড়িছে তার মহিমা,
সিঁদুরে তেলে হতেছে পরিশুদ্ধ !
পাথর-নুড়ি হঠাৎ হ'ল দেবতা
স্বপ্ন কেবা দেখিল যেন রাত্রে,
ঘর্ম্ম নহে ধর্ম্ম পড়ে চোঁয়ায়ে
ধূলিমলিন পুরোহিতের গাত্রে।
নদীর জলে ভাসিয়া ফেরে পুণ্য
জমিছে তাহা পচানো বেলপত্রে,

চালান হয় ধাতু ও মৃতকলসে
হতেছে খোলা পুণ্য জলসত্রে।
কুমোর-ঘরে দেবতা ওঠে গজায়ে
ফুঁড়িয়া মাটি উঠিছে শিবলিঙ্গ,
দেবতা হয়ে লভিছে গরু প্রণতি
সিঁদুরে লাল হতেছে তার শৃঙ্গ।
গোবরপচা অন্ধকার গোয়ালে
আহার বিনা দেবতা জরাগ্রস্ত,
গরুর নামে হতেছে গরু মানুষে
ভূতের নামে জীবিত ভয়ত্রস্ত।
ধন্য এদেশ, শুনেছি অতি পুরানো,
ধূলা মাটিরে নিত্য তোলে আকাশে,
শিলাকঠিন হতেছে হেথা তরলে,
সহজে অতি সহজে করে বাঁকা সে।

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট

'মেস' 'মেস' স্পন্দিত করি মন্দ্রিত মুখ-ভেরী
কাটিল যত বীরবৃন্দ ফ্যাশন মত টেড়ি!

দিন ভাগত ওই—
পথে শোন হৈ হৈ—

তোমরা কি রবে পড়িয়া আজি সব জন পশ্চাতে
বহু বিলম্বে হবে লাঞ্ছিত দিশী গুণ্ডার হাতে!

প্রেরণ কর ভৈরবে ভাড়া করুক ট্যাক্সিখান হে,
চলহ হাতীবাগান হে, চলহ হাতীবাগান।

রুগ্ন দ্বিপদ উচ্চ করিয়া পুচ্ছ দেখাল যারা,
'টকি'তে যুদ্ধ দেখিতে দেখহ তাহাদের কিবা তাড়া!

দিন ভাগত ওই—
চল ক'রে হৈ হৈ—

নিশ্চল নির্বীর্য্য বাহু কেমনে টিকিট কিনে,
হস্তী সম শক্তি আসে কি মায়ামন্ত্রে তৃণে,

ওহে রবীন্দ্র, দেখ মৃতদেহে ধরে এরা কত প্রাণ হে,
চলহ হাতীবাগান হে, চলহ হাতীবাগান।

নূতন 'টকি হাউস' খুলিল, টুটিল তিমির রাত্রি,
'চিত্রা' চিত্রাগার-অঙ্গনে দলে দলে চলে যাত্রী—

দিন ভাগত ওই—
দ্বারে মহা হৈ চৈ—

সময় থাকিতে লইতে আসন হবে এ ভিড়ের মাঝে,
আকাশ ভেদিয়া রহি রহি ওই কোন্ ধ্বনি শোন বাজে—
'স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে'—
চলহ হাতীবাগান হে, চলহ হাতীবাগান!

সম্মুখে পথ অসংখ্য রথচক্র মুখর আজি
জন-অরণ্য, চাপা তবু কেহ পড়িছে না, ভোজবাজি।
দিন ভাগত ওই—
আর কত বসে রই—
আলো-ঝলমল কক্ষ তাহার কালো মুণ্ডেতে ঠাসা,
সকলের হিয়া করে গুরু গুরু সকলের বুকে আশা—
ও মূক পর্দ্দা চকিতে কখন করিবেক বাণী দান হে!
চলহ হাতীবাগান হে, চলহ হাতীবাগান।

যারা এতকাল করিল যুদ্ধ নিজ অন্দর-মাঝে,
নকল যুদ্ধ ছবিতে দেখিতে তাহারা এসেছে আজ হে!
দিন ভাগত ওই—
থামিয়াছে হৈ হৈ—
এমনি স্তব্ধ লুচি ও মণ্ডা পড়িয়াছে যেন পাতে,
নিজেরাই যেন যুদ্ধ করিতে নামিয়াছে ট্রেঞ্চ-খাতে!
ধন্য তাহারা এমন চিত্র যাহারা করিল ত্রাণ * হে—
চলহ হাতীবাগান হে, চলহ হাতীবাগান।

* ত্রাণ—Release.

যুগবাণী

দন্তে ওষ্ঠ চাপি কেন রুদ্ধ ক্রোধে করিছ গর্জ্জন,
লৌহ কারাদ্বারে বৃথা করিতেছ নিষ্ফল আঘাত,
নিজেরে পীড়ন কর হতবীর্য্য সর্পের মতন,
টুটে স্বপ্ন রুদ্ধদ্বার কারাগার জাগে অকস্মাৎ
স্থূল সত্য হয়ে হায়, অসহায় বন্দীর নয়নে ;
হতাশায় ভরে চিত্ত, সংশয় তিমির অন্ধকারে ;
তবু ভ্রান্তি বারেবার, আত্মহারা হয়ে ক্ষণে ক্ষণে,
বাহিরে ছুটিতে চাও, নিদ্রাঘোরে স্বপ্নের বিকারে !
আঘাতে আঘাতে নিত্য শান্ত হয়ে আসে ক্ষুব্ধ মন,
বন্দী রহে চিরবন্দী, কারাগার রহে চিরন্তন।

*　　　*　　　*　　　*

বৃথা ক্ষোভ কান পাতি শোন, শোন এ যুগের বাণী
অতীত মহিমা স্মরি করিও না নিষ্ফল বিলাপ ;
নিজেরে অক্ষম ভাবি কি ফল ললাটে কর হানি—
যুগ যুগ সঞ্চিত যে এ তোমার এ আমার পাপ !
যুগান্তরে দৈন্য ত্যাজি রাশিয়া উঠেছে মাথা তুলি,
ক্ষালন করেছে পাপ লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলিদানে,

পূত হইয়াছে কবে ইটালীর অপবিত্র ধূলি,
জাতি-মুক্তি-তপস্বীর শুচি-শুদ্ধ শোণিত-সিনানে!
তুমি আমি কারাগারে দেখিতেছি মৃত্যু-বিভীষিকা,
কে মুছিবে এ জাতির ললাটের কলঙ্কের লিখা!

ইটালি রাশিয়া স্পেন প্রচারিছে নব যুগবাণী,
ভারতের বাণী রুদ্ধ সুকঠিন কারার প্রাচীরে,
পাষাণের স্বপ্ন দেখি' সে কখন হয়েছে পাষাণী,
তাহারে আনিবে কেবা অন্ধকার কারার বাহিরে!
বক্ষরক্ত বিনিময়ে বাণীমুক্তি করিবে সাধন,
কোথা সেই সর্ব্বত্যাগী এ যুগের সাধকের দল?
পূজা-বেদীতলে আজ পূর্ণ হ'ল সব আয়োজন—
মন্ত্র নাই, কানে শুনি আত্মকলহের কোলাহল!
কারাগার অভ্যন্তরে রচিতেছি নব কারাগার—
কোথা বাণী, কে শুনিবে জননীর আর্ত্ত হাহাকার।

•

বিবাদের বাণী নহে, জাতি মুক্তিবাণী আজ চাহি,
বিকৃত জীবন নহে, চাহি সত্য মৃত্যুর সাধনা,
ছুটেছে নিখিল বিশ্ব নূতন আলোকে অবগাহি,
কারাগারে রুদ্ধ হয়ে করিব কি আত্ম-আরাধনা?
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হবে এ পাষাণ কারার প্রাচীর—
বাহিরে খুঁড়িছে মাথা মুক্তির আলোক সুবিপুল,

কাঁদিতেছে অন্ধকারে ভারতের বাণী সুগভীর—
কারাগার ব্যবধান, মিলাইতে হবে দুই কূল।
এ মিলন-সাধনায় প্রচারিতে নব যুগবাণী—
আমাদের যাত্রা সুরু, যাত্রা শেষ কবে নাহি জানি।

বঙ্গরণভূমে

অহিংসা সংগ্রামে আজ হিংসা দেখি প্রচণ্ড আকার—
মৃত্যুহিংসা নহে, এ যে দুর্ব্বলের হীন চিত্তদাহ,
অতি ক্ষুদ্র দলাদলি—সুদুর্গম যশের প্রাকার
এরা উত্তরিবে হায়, পিছে লয়ে বিষের প্রবাহ !
হিংস্রনীতি যাহাদের, প্রাণ দিয়া যারা নিল প্রাণ,
এরা তারা নহে, আমি তাহাদের জানাই প্রণতি—
হিংস্র হোক্ তবু তারা করিতেছে মুক্তির সন্ধান,
মুক্তি কিংবা মৃত্যু ; নহে, যশে অর্থে তাহাদের মতি।
এরা শুধু দুই দল সারমেয় বঙ্গের প্রাঙ্গণে,
রাশীকৃত ভস্মস্তূপে চুষে-খাওয়া হাড়ের সন্ধানে
করিতেছে কাড়াকাড়ি, চীৎকারে ও বীভৎস ক্রন্দনে
মিথ্যা ঘৃণ্য অপবাদ দ্বিধাহীন পরস্পর হানে।
অতিক্ষুদ্র লোভ, অতি তুচ্ছ ব্যক্তিগত মান অপমান
সমস্ত জাতির স্বার্থে হানিতেছে প্রচণ্ড কুঠার ;
কোন্ অধিকারে এরা খর্ব্ব করে জাতির কল্যাণ,
নীচ লোভী বঞ্চকের কেন এ ত্যাগের অহঙ্কার !
যতীন্দ্রের অপমানে সুভাষের কেন হেন প্রীতি,
কে সুভাষ, কে যতীন্দ্র কার স্বার্থে কে দিতেছে হানা,

কে লভিছে যশোভাতি, কে লভিছে অনন্ত বিস্মৃতি
এ দুর্ভাগ্য জাতি শুধু করিবে কি তাহার ঠিকানা !
নেতা আসে, নেতা যায় কেহ তো রবে না চিরদিন—
জাতির কলঙ্ক শুধু লেখা রবে জাতির ললাটে,
বঙ্গের গৌরব-ভাতি যারা করে প্রত্যহ মলিন,
তুমি আমি কেন মরি তাদের বসাতে রাজপাটে !
দূর কর তাহাদের, প্রাঙ্গণের ছাইভস্ম লয়ে
লিপ্ত থাক্ নীচমনা হাড়লোভী কুক্কুরের দল,
বাঙলার পরিচয় নহে ইহাদের পরিচয়ে,
বাঙলার আন্দোলন নহে ইহাদের কোলাহল।
সমস্ত ভারত হের মাতিয়াছে মুক্তির সংগ্রামে,
ঘর্ঘরিত রবে ঐ ছুটে তার দৃপ্ত জয়রথ—
বঙ্গরথচক্র হায়, ধীরে ধীরে ধূলিপঙ্কে নামে,
কে দিয়েছে অভিশাপ, কে রুধিল তার মুক্তিপথ ?
বাঙলার দুই গৃহ মাতিয়াছে কলহবিবাদে,
সমস্ত জাতি কি রবে কর্ম্মহীন দর্শক তাহার ?
উভয়ে বিলুপ্ত হবে নিঃসন্দেহে দুইদিন বাদে
সেই সাথে জাতিও কি লভিবে বিস্মৃতি পারাবার ?

দুর্দ্দিন

জীর্ণকন্থাপরিহিতা ভিখারিণী চলে রাজপথে,—
পাশে, উড়াইয়া ধূলি চলিয়াছে জনতা বিপুল
দলে দলে, উচ্চ হতে কণ্ঠে উচ্চতর স্ব স্ব মতে
সগর্ব্বে বাখানি ; কেহ নাহি ছাড়ে তর্কে এক চুল
নিজ সীমা, চলিয়াছে গর্ব্বান্ধ কর্কশ কলরবে,
ব্যর্থ কোলাহলে মত্ত। কারো নাহি ক্ষণ অবসর
আঁখি মেলি দেখিবারে, ঘনাইছে স্বচ্ছ নীল নভে
প্রাবৃটের কালো ছায়া। আসন্ন দুর্য্যোগ। স্তব্ধ ঝড়
কালবৈশাখীর। তন্দ্রাচ্ছন্ন ধরাবক্ষে অকস্মাৎ
দিবে হানা বন্ধহারা উন্মাদ পবন, আয়োজন
চলে তার গগনে গগনে। নিরলস পক্ষাঘাত
হানিয়া বায়ুর স্তরে, শান্ত নীড়ে করে উত্তরণ
আকাশ-বিহঙ্গ যত।

ভিখারিণী চলে কায়-ক্লেশে,
ললাটে স্বেদের বিন্দু। কেবা দিবে আশ্রয় তাহারে
আজি এ দুর্য্যোগ-দিনে ; নাহি জানে, দীর্ঘ পথশেষে
কোথায় বিশ্রাম তার। জনতা বিপুল অহঙ্কারে

চলিয়াছে ; নাহি দেখে চাহি, আকাশ ঢাকিছে মেঘে,
নাহি দেখে এক পাশে ক্লান্তপদে চলে ভিখারিণী।
উচ্চ-কণ্ঠ কোলাহলে, অনিশ্চিত ব্যাকুল আবেগে
ছুটিয়া চলেছে তারা ; কে দেখিবে, কে লইবে চিনি
ভিখারিণী জননীরে!

তারা জানে পাষাণ-আগারে
বন্দী মাতা, কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ যুগ যুগ ধরি।
জননীর মুক্তি লাগি চলিয়াছে, নাহি জানে হা রে,
কারাগার ত্যজি মাতা শতচ্ছিন্ন জীর্ণ বাস পরি'
বাহির হয়েছে পথে।

জননীর বন্ধন মোচন
কে করিবে তাই লয়ে বাধিয়াছে ঘোর কোলাহল,
হানাহানি পরস্পরে, ভায়ে ভায়ে হিংস্র আচরণ,
ধূলি ও কর্দ্দম ছুঁড়ে কলঙ্কিত করে নভোতল।
কারামুক্তা জননীর ম্লানকণ্ঠে কে পরাবে মালা,
অহিংস সংগ্রামে আজি কে উড়াবে বিজয়-কেতন,
তারি লাগি দলাদলি, ঘোরতর হিংসা-বিষজ্বালা
অন্তরে ঘনায়ে ওঠে, দলে দলে বাধে মহা রণ।

জননী সভয়ে হেরে সন্তানের এ আত্ম-লাঞ্ছনা,
জননীর মুক্তি নহে, আপনার যশের কাঙালী

অভাগা সন্তানদল—কারো নাই মৃত্যুর সাধনা,
মুক্তি-সাধনার নামে পথে পথে ছড়াইছে কালী!
বিষণ্ণা জননী চলে সসঙ্কোচে অসীম ধিক্কারে
জনতার সাথে সাথে, যশোলোভী চলে বীর দল।

সহসা কাঁপিল শূন্য ঘন ঘন বিদ্যুৎ-প্রহারে,
কালো হয়ে এল চারিধার, আলোড়িয়া শান্ত নভোতল
উন্মাদ পবন মাতে; ধূলিজাল ওঠে আবর্ত্তিয়া
দিগন্ত আঁধার করি। কোথা পথ? নিমিষে হারায়—
সুবিপুল সে জনতা অকস্মাৎ ভয়ত্রস্ত হিয়া,
ব্যাকুল আগ্রহে সবে আপনারে বাঁচাইতে চায়;
সম্মুখে সৃজিছে বাধা হয় তো বা নিজ প্রিয়জন,
নাহি দ্বিধা তারে হানি আপনার পথ রচিবারে,
অশান্ত উদ্বেগ ভরে ফেলে সবে বিক্ষিপ্ত চরণ;
মূর্চ্ছাহত কে পড়িল, কে দলিত অন্ধ অন্ধকারে
কে করে গণন? শুধু ব্যথিতের আর্ত্ত কোলাহল,
রহি রহি মুমূর্ষুর 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' রব,—
কে কোথায় ক্ষীণ কণ্ঠে মাগিতেছে একবিন্দু জল,
কেহ অর্দ্ধমৃত কারো দেহ হ'ল প্রাণহীন শব।

কখন কাটিল মেঘ, শুক্লা দশমীর চন্দ্রালোকে
উঠিল হাসিয়া ধীরে শান্ত নীল গগন-প্রাঙ্গণ,

সহসা হেরিল সবে আর্ত্ত ক্লান্ত উচ্ছ্বসিত শোকে
রমণী লুটায় পথে, ক্ষীণ কণ্ঠে কহে, 'ওরে শোন্—
কোথা চলেছিস্ তোরা, কার মুক্তি করিস্ কামনা
অন্ধ মদগর্ব্বভরে ? আমি যে রে জননী তোদের,
দীনা, হীনা ভিখারিণী—জানিলি না, ওরে ভ্রান্তমনা,
আত্ম-প্রবঞ্চনা পথ নহে মোর মুক্তি-সাধনের ;
নহে আত্ম-কোলাহল ! আমি আছি কারার বাহিরে
তবু ঘৃণ্য ভিখারিণী ! আমার মুক্তির লাগি, হায়,
আমারই সন্তান করে হানাহানি বিস্মৃতি-তিমিরে !
মূঢ় সন্তানের লাগি হিয়া মোর কাঁদিছে ব্যথায়—
আমি অসহায়া শুধু আপন ললাটে কর হানি
শুধু ভাসি ব্যর্থ অশ্রুজলে ।'

চমকি উঠিল সবে,

অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিশি, অন্ধকার ! কোথা কার বাণী
কে শুনাল, কোথা মাতা ? পুছে সবে আর্ত্ত কলরবে ।

—